কুরআন পড়ো
জীবন গড়ো
বিষয় ভিত্তিক
কুরআনের
নির্বাচিত আয়াত
এবং
কুরআন সম্পর্কে
জরুরি তথ্য
আবদুস শহীদ নাসিম

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো

ISBN 984-645-016-8
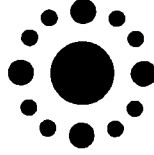
আবদুস শহীদ নাসিম

বি বি সি

বর্ণালি বুক সেন্টার

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো

আবদুস শহীদ নাসিম

বি বি সি প্র : ০০৭

ISBN : 984-645-016-8

প্রকাশক

সা'দ বিন শহীদ

বর্ণালি বুক সেন্টার

পরিবেশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা

ফোন : ৮৩৩১৮০৩, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৮

পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মুদ্রণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা মাত্র

QURAN PORO JIBON GORO (Read Quran Build Your Life) By Abdus Shaheed Naseem, Published by Saad Ibn Shaheed, Bornali Book Center, Distributor: Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar, Dhaka. Phone : 8331803, 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. Ist Edition : March 1998, 5th Print : February 2014.

Price Tk. 75.00 Only.

কাদের জন্যে এ বই?

জীবন ধারনের জন্যে প্রয়োজন আলো বাতাস পানি খাদ্য। মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ জীবন ধারনের এসব উপকরণ প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিন্তু মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারণে যখন জীবন ধারনের এসব উপকরণকে দূষিত কলুষিত ও অপরিচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন মানব সমাজে নেমে আসে রোগ ব্যাধি ও অশান্তি। তাই সুস্থ জীবনের জন্যে প্রয়োজন বিশুদ্ধ অনাবিল আলো বাতাস পানি খাদ্য।

এতো গেলো সুস্থ জীবনের কথা। কিন্তু সুন্দর ও সফল জীবন গড়ার উপায় কি? আর কি উপায় সুখ ও শান্তির সমাজ গড়ার? নিশ্চয়ই সবাই বলবেঃ জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান! হ্যাঁ, অবশ্যি কেবল জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই তুমি গড়তে পারো সুন্দর জীবন আর শান্তির সমাজ।

মানুষের জ্ঞান সীমিত। মানুষ তার সীমিত ও অপূর্ণ জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান রাজ্যকে দূষিত ও অপরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রকৃত জ্ঞানের মালিক মহান আল্লাহ্। তিনি দয়া করে সুন্দর সফল ও শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার জন্যে মানুষের কাছে সঠিক জ্ঞান পাঠিয়েছেন। সেটি হলো 'আল কুরআন'। আল কুরআন আল্লাহ্র বাণী। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে সুন্দর সফল ও শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার গাইড বুক। শান্তি ও সমৃদ্ধির সমাজ গড়ার হাতিয়ার। অনাবিল জ্ঞানের উৎস।

আমাদের এ বইটি আল কুরআনেরই সঞ্চিতা ও গৌরব গাঁথা। এ বই তাদের জন্যে, যারা আল কুরআনকে জানতে চায়, বুঝতে চায় ও ভাবতে চায়। এ বই তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ্র কিতাবকে জানতেও চায়, মানতেও চায়। এ বই সেইসব দুঃসাহসী বীর নওজোয়ানদের জন্যে, যারা জীবন মরণ শপথ নিতে পারে আল কুরআনকে জীবন গড়ার গাইড বুক আর সমাজ গড়ার চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করার।

আবদুস শহীদ নাসিম
৫ মার্চ ১৯৯৮ ইং

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো

● মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব

মহাবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো ছায়াপথ। আবার একেকটি ছায়াপথে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র। সূর্য একটি নক্ষত্র। গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণুপুঞ্জ ইত্যাদি নিয়ে সূর্যের জগত। সূর্যের এই জগতকে বলা হয় সৌরজগত। পৃথিবী সৌর পরিবারের একটি গ্রহ।

মানুষ পৃথিবীর একটি প্রাণী। এই পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য জীব-জন্তু, আল্লাহ্‌র অসংখ্য সৃষ্টি। মানুষ অন্যান্য প্রাণী ও জীব-জন্তুর মতো নয়। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে অন্য সকল প্রাণী ও জীব-জন্তুর চাইতে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন। তিনি মানুষকে ঃ

১. জ্ঞান দান করেছেন।

২. বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন।

৩. চিন্তা শক্তি দিয়েছেন, উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়েছেন।

৪. কথা বলতে শিখিয়েছেন।

৫. সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

৬. সত্য মিথ্যা, ভালো মন্দ ও ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে তারতম্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

৭. বিবেচনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি দিয়েছেন।

৮. ইচ্ছা শক্তি ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

৯. দুটি প্রবৃত্তি দান করেছেন– কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তি।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন। তুমি কি জানো তিনি কেন মানুষকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন?

● মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

হ্যাঁ, তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। তিনি বলেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্যে। ইবাদত

মানে কি জানো? ইবাদত মানে– আনুগত্য করা, হুকুম পালন করা, নত ও বিনীত হয়ে থাকা, দাসত্ব ও গোলামি করা। অর্থাৎ তিনি মানুষকে তাঁর আনুগত্য করার জন্যে, তাঁর হুকুম পালন করার জন্যে, তাঁর কাছে নত ও বিনীত হয়ে থাকার জন্যে এবং তাঁরই দাসত্ব ও গোলামি করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

আগেই বলেছি, আল্লাহ্ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতাও দিয়েছেন, কুপ্রবণতা সুপ্রবণতা দিয়েছেন এবং বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত শক্তিও দিয়েছেন। ফলে, তিনি মানুষকে যা করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তা করতে বাধ্য করে দেননি। অন্য সকল প্রাণী ও জীবজন্তুকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তা করতে বাধ্যও করে দিয়েছেন। মানুষকে তিনি বাধ্য করেননি। মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তা করবে কিনা, সেটা তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সেটা তার বিবেচনা ও বিবেক বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব তার নিজের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

এখন আমি কি করবো সেটা আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর তুমি? হ্যাঁ, তুমি কী করবে সেই সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।

আলীর বয়স দশ বছর। প্রিয় নবী আলীকে বললেন, তোমাকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তাঁর হুকুম পালন করার জন্যে। এখন তুমি কি করবে, সে সিদ্ধান্ত তুমিই নাও। আলী নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিলেন।

তিনি আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে শুরু করলেন। ফলে তিনি নিজেকে আল্লাহ্র একজন শ্রেষ্ঠ গোলাম ও দাস হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

মানুষের মর্যাদা যে অন্যসব প্রাণী ও জীব জন্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ– এটাও তার একটা কারণ। অন্যসব প্রাণী ও জীব-জন্তু আল্লাহ্র দাসত্ব করে বাধ্য হয়ে। আর মানুষ আল্লাহ্র হুকুম পালন করে নিজের ইচ্ছা, নিজের বিবেক বিবেচনা ও নিজের সিদ্ধান্তে। তাই মানুষ আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন, যে মানুষ আল্লাহ্র দাসত্ব করে, সে সৃষ্টির সেরা জীব। আর যে মানুষ নিজের আত্মার দাসত্ব করে, সে পশুর চাইতেও অধম। এখন তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তুমি কি আল্লাহ্র দাস হবে, নাকি নিজের নফসের দাস?

● মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা

এবার শুনো একটি আনন্দের খবর। তুমি কি জানো সে খবরটা কি? সেটা হলো, আল্লাহ্ মানুষকে শুধু তাঁর দাস বানিয়েই খুশি নন, সেই সাথে তিনি মানুষকে তাঁর খলিফাও বানিয়েছেন। খলিফা মানে কি জানো? খলিফা মানে প্রতিনিধি। যিনি মালিকের পক্ষ থেকে মালিকের দেয়া দায়িত্ব পালন করেন, তিনি মালিকের প্রতিনিধি। আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হবার মর্যাদাও দিয়েছেন।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্ব করাটাই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করাটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব। আয়েশা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবে কী দায়িত্ব পালন করবে? তাকে আমি কথাটা এভাবে বুঝিয়ে বলেছিঃ

দ্যাখো, তুমি নিজে জীবনের সকল কাজে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করবে, তাঁরই আনুগত্য করবে, তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি মাফিক সব কাজ করবে, তাঁর নিষেধ করা সব কাজ ত্যাগ করবে, তাঁর অসন্তুষ্টির পথ পরিহার করবে এবং সকল ব্যাপারে তাঁর রসূলকে (সা) অনুসরণ করবে– এটাই হলো তোমার ইবাদত বা আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও গোলামি।

অপর দিকে তুমি তোমার ভাই বোন, বাবা মা, ছেলে মেয়ে, স্বামী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী ও সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করার আহ্বান জানাবে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্ব করতে বলবে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে চলতে বলবে, আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কাজ কর্ম পরিত্যাগ করতে বলবে এবং আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে আহ্বান জানাবে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি অংগকে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক গঠন ও পরিচালনা করবে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মাফিক গড়ে তুলবে ও পরিচালনা করবে। এটাই আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে তোমার দায়িত্ব।

সহজ কথায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার জীবনের মূল কাজ দুটি। একটি হলো, ইবাদত আর অপরটি হলো, খিলাফত। অর্থাৎ তাঁর দাসত্ব করা ও প্রতিনিধিত্ব করা। তুমি নিজে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করবে, তাঁর দাসত্ব করবে ও তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলবে– এটা হলো ইবাদত। আর অন্যদেরকেও

আল্লাহর হুকুম পালন করতে, তাঁর দাসত্ব করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলতে আহ্বান জানাবে, এছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে তাঁর বিধান মাফিক গড়ে তুলবে ও পরিচালনা করবে– এটা হচ্ছে খিলাফত।

● আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তি

আল্লাহর ইবাদত ও খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্যেই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যক্তি এ দুটি দায়িত্ব পালন করে, সে-ই মুসলিম। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন মনোরম বেহেশ্ত। সেখানে তিনি তাদের জন্যে এমন সব স্থায়ী ও আকর্ষণীয় সামগ্রী তৈরি করে রেখেছেন, যা পৃথিবীতে কোনো মানুষ কখনো দেখেনি, কখনো শুনেনি, এমনকি কল্পনাও করেনি।

অন্যদিকে যারা আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্বের কাজ করবেনা, অর্থাৎ তাঁর দাস ও খলিফা হিসেবে জীবন পরিচালনা করবেনা, তিনি তাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন জাহান্নাম। সেখানে চিরদিন তারা আগুনে পুড়বে। এছাড়াও সেখানে রয়েছে নানা রকম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

● আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে

আমাকে, তোমাকে এবং আমাদের সকলকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা যেনো জাহান্নামের পথে না চলি, আমরা যেনো না চলি আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে। বরং, আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের মালিক ও মনিব মহান আল্লাহর পথে চলবার, তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন যাপন করবার, তাঁর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবার এবং সদা সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টির ছায়াতলে জীবন অতিবাহিত করবার। –সিদ্ধান্ত নিলে তো?

হ্যাঁ, আমাদেরকে তো সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। কারণ আমাদের মহান স্রষ্টা আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন, যে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন, যে চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়েছেন, সত্য মিথ্যার মধ্যে তারতম্য করার যে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করার যে শক্তি দিয়েছেন– এসব কিছুকে যুক্তির উপর দাঁড় করালে আমরা একটি সিদ্ধান্তই পাই। সেটা হলো, আমাদেরকে অবশ্যি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের মালিক, মনিব, প্রতিপালক মহান আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা উচিত, তাঁর হুকুম ও বিধানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা উচিত। আমাদেরকে

কিছুতেই তাঁর হুকুম অমান্য করা উচিত নয়। কিছুতেই তাঁর অসন্তুষ্টির পথে চলা উচিত নয়। সব সময় কেবল তাঁর সন্তুষ্টির পথেই আমাদের চলা উচিত। তাঁর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্বের জীবনই আমাদের জন্যে প্রকৃত সম্মান, কল্যাণ ও সাফল্যের জীবন। – তোমার বিবেক কি একথা বলেনা?

● আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ জানার উপায় কি?

এবার নিশ্চয়ই তোমার জানতে ইচ্ছে করছে, কিভাবে জানা যাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ? আমরা কিভাবে জানবো, কী কাজ করলে আল্লাহ্ খুশি হবেন? আর কী কাজ করলে তিনি বেজার হবেন? কী তাঁর হুকুম? কী তাঁর বিধান? কি তাঁর আদেশ? কি তাঁর নিষেধ? কিভাবে করবো আমরা তাঁর দাসত্ব?

এ প্রশ্নগুলো খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। এগুলো জানা থাকা খুবই জরুরি। তবে শুনো!

মানুষকে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধান ও হুকুম জানাবার জন্যে তিনি এক সুন্দর অনুপম নিয়ম করেছেন। সেই মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই তিনি মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোককে বাছাই করে নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। নবী মানে 'সংবাদ বাহক' আর রসূল মানে 'বাণী বাহক'। এই নবী রসূলদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ এবং তাঁর হুকুম ও বিধান জানিয়ে দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর পরে আল্লাহ্ পৃথিবীতে আর কোনো নবী পাঠাবেননা। মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছেন। আল কুরআন আল্লাহ্র অকাট্য বাণী। মানুষ কোন্ পথে চললে আল্লাহ্ খুশি হবেন? কিভাবে মানুষ আল্লাহ্র দাসত্ব ও গোলামি করবে? কিভাবে আল্লাহ্র পছন্দনীয় জীবন যাপন করবে? কি তাঁর হুকুম? কি তাঁর বিধান? কিভাবে লাভ করা যাবে তাঁর ক্ষমা? কিভাবে পাওয়া যাবে জান্নাত – চির সুখের বেহেশ্‌ত? কিভাবে বাঁচা যাবে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে? তাঁর পাকড়াও থেকে? জাহান্নাম থেকে? কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে? – এসব কথা আল্লাহ্ তা'আলা খোলাখুলিভাবে আল কুরআনে বলে দিয়েছেন।

● পড়তে হবে আল কুরআন

আল কুরআন আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব আল্লাহর পথ দেখায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখায়। জান্নাতের পথ দেখায়। এ কিতাব জীবনের সকল ব্যাপারে সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ও লাভ ক্ষতির কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়।

আল কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই। গত দেড় হাজার বছরে কেউ আল কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। যে-ই এসেছে চ্যালেঞ্জ করতে, সে-ই হয়েছে কুপোকাত। সুতরাং এটি অকাট্যভাবে আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর বাণী। তাই এসো –

- আল্লাহকে জানতে হলে কুরআন পড়ো।
- মানুষ সৃষ্টির কারণ জানতে হলে কুরআন পড়ো।
- মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি জানতে হলে কুরআন পড়ো।
- আল্লাহর আদেশ নিষেধ জানতে হলে কুরআন পড়ো।
- কিভাবে আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালন করতে হয়, তা জানতে হলে কুরআন পড়ো।
- শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ জীবন গড়ার উপায় জানতে হলে কুরআন পড়ো।
- দুনিয়ার কল্যাণ এবং পরকালের মুক্তি ও সাফল্যের পথ জানতে হলে আল কুরআন পড়ো।
- জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় জানতে হলে কুরআন পড়ো।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উপায় জানতে হলে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন পড়ো।
- পরম দয়াবান দাতা মহান আল্লাহর ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহ লাভের উপায় জানতে হলে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন পড়ো।
- আল্লাহর সীমাহীন পুরস্কার এবং চির সুখ ও চির আনন্দের জান্নাত পাবার উপায় জানতে হলে কুরআন পড়ো।

● কুরআন পড়ো জীবন গড়ো ●

● ● আর কুরআন থেকে এসব বিষয় জানতে হলে কুরআন বুঝে পড়তে হবে এবং কুরআনকে মানতে হবে। তাই–

এসো জানার জন্যে কুরআন পড়ি,
এসো মানার জন্যে কুরআন পড়ি।

জানো কুরআন মানো কুরআন

● কুরআন কি?

কুরআনের মূল নাম হলো ঃ আল কিতাব। আল কিতাব মানে– মহাগ্রন্থ বা আল্লাহ্র কিতাব।

'কুরআন' আল কিতাবের ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক নাম। এটি আল কিতাবের 'ডাক নাম' বা 'নিক নেমে' পরিণত হয়েছে। এ নাম এতো পরিচিত হয়েছে যে, পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ্র কিতাবকে 'আল কুরআন' বলেই জানে।

'কুরআন' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'কারআ' 'ইয়াক্রাউ' ক্রিয়া থেকে। এ ক্রিয়া পদটির মূল অর্থ হলো, পড়া বা পাঠ করা। কোনো ক্রিয়া থেকে যখন ক্রিয়াবাচক নাম গঠিত হয়, তখন তার কি অর্থ হয় জানো? তখন তার অর্থ হয়– এ নামের মধ্যে ঐ ক্রিয়াটি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

এক ডাক্তারের ঘটনা শুনো। এক শহরে ছিলেন সুজাত আলী নামে এক ডাক্তার। সার্জিকেল অপারেশনে ছিলেন তিনি খুবই দক্ষ ও সফল। অপারেশনের প্রয়োজন হলে লোকেরা তার কাছেই যেতো। ঐ শহরে যাদের অপারেশনের প্রয়োজন হতো, তারা ডাক্তার সুজাত আলী ছাড়া অন্য কোনো ডাক্তারের কথা চিন্তাই করতো না। ফলে দিন রাত তাকে অপারেশনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। অপারেশনের কাজ করতে করতে তিনি ঐ শহরে 'মিঃ অপারেশন' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর এই নাম এতোই সুপরিচিত হয়ে পড়ে যে, তার আসল নাম চাপা পড়ে যায় এবং খুব কম লোকই তার আসল নাম জানতো। ফলে 'মিঃ অপারেশন' নামেই তার কথা আলোচনা হতো, এ নামেই তাকে পরিচয় করানো হতো। এ নামেই লোকেরা তাকে জানতো, চিনতো।

এই 'মিঃ অপারেশন' ছিলো ডাক্তার সুজাত আলীর ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক নাম। এর মানে, তিনি সব সময় অপারেশনের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, লোকেরা অপারেশনের জন্যে তার কাছেই যেতো। অপারেশনের কাজে তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ, সফল, সহজ, সুন্দর, সুলভ, চমৎকার। অপারেশনের ব্যাপারে লোকেরা তারই চর্চা করতো। মানুষের মুখে মুখে চর্চা হতো তার অপারেশনের কথা।

'আল কুরআন'ও ঠিক এ রকমই আল কিতাবের একটি ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক নাম। এর তাৎপর্য হলো, এটি সেই মহাগ্রন্থ, যা অতি পঠিত, যা সর্বাধিক পঠিত, যা বিশেষ নির্বিশেষ সকলেরই পড়ার গ্রন্থ, যা বেশি বেশি পড়া হয়, যা অধিক অধিক পড়া উচিত, যা পড়ার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। যার মতো আর কোনো গ্রন্থ এতো অধিক পাঠ করা হয় না, পাঠ করা যায় না। পাঠের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ খুবই সহজ, সরল, সুললিত, সুন্দর, চমৎকার ও আকর্ষণীয়। এ গ্রন্থ পাঠের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ। এটি পাঠ করলেই জানা যায় দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য, কল্যাণ ও মুক্তির পথ। এটি বেশি বেশি পাঠ করলেই লাভ করা যায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, ভালবাসা ও নৈকট্য।

এ হচ্ছে আল কুরআনের নাম আল কুরআন হবার তাৎপর্য। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, সবচে বেশি পড়তে হবে আল কুরআন।

● আল কুরআনের গুণবাচক নামসমূহ

মহান আল্লাহ্ আল কুরআনের অনেকগুলো গুণ বৈশিষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং কুরআনেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের গুণবাচক নামসমূহ উল্লেখ করেছেন। এ নামগুলো খুবই অর্থপূর্ণ। এই নামগুলো কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বহন করে।

আল কিতাব এবং আল কুরআন ছাড়া কুরআনের বাকি গুণবাচক নামসমূহ এখানে বলে দিচ্ছি ঃ

ক্রমিক	নাম	অর্থ	সূরা ও আয়াত
১.	مَوْعِظَةٌ (মাওয়িযা)	উপদেশ	ইউনূস ঃ ৫৭
২.	شِفَاءٌ (শিফা)	নিরাময়	ইউনূস ঃ ৫৭
৩.	اَلْهُدٰى (আল হুদা)	পথ নির্দেশ	ইউনূস ঃ ৫৭
৪.	رَحْمَةٌ (রাহমা)	দয়া, অনুগ্রহ	ইউনূস ঃ ৫৭
৫.	اَلْمُبِيْنُ (আল মুবীন)	সুস্পষ্ট	দুখান ঃ ২
৬.	اَلْكَرِيْمُ (আল কারীম)	সম্মানিত	ওয়াকিয়া ঃ ৭৭
৭.	كَلَامُ اللّٰهِ (কালামুল্লাহ)	আল্লাহর বাণী	তাওবা ঃ ৬

ক্রমিক	নাম	অর্থ	সূরা ও আয়াত
৮.	بُرْهَانٌ (বুরহান)	প্রমাণ	নিসা ঃ ১৭৪
৯.	نُوْرٌ (নূর)	জ্যোতি	নিসা ঃ ১৭৪
১০.	اَلْفُرْقَانُ (ফুরকান)	পরখকারী	ফুরকান ঃ ১
১১.	ذِكْرٌ (যিকর)	উপদেশ	আম্বিয়া ঃ ৫০
১২.	مُبَارَكٌ (মুবারক)	বরকতময়	আম্বিয়া ঃ ৫০
১৩.	عَلِيٌّ (আলী)	মহান	যুখরুফ ঃ ৪
১৪.	حَكِيْمٌ (হাকীম)	জ্ঞানগর্ভ	যুখরুফ ঃ ৪
১৫.	اَلْحِكْمَةُ (হিকমা)	বিজ্ঞান	কামার ঃ ৫
১৬.	مُصَدِّقٌ (মুসাদ্দিক)	সমর্থক	মায়িদা ঃ ৪৮
১৭.	مُهَيْمِنٌ (মুহাইমিন)	রক্ষাকর্তা	মায়িদা ঃ ৪৯
১৮.	اَلْحَقُّ (আল হক)	মহাসত্য	আলে ইমরান ঃ ৬২
১৯.	حَبْلُ اللّٰهِ (হাবলুল্লাহ)	আল্লাহর রজ্জু	আলে ইমরান ঃ ১০৩
২০.	بَيَان (বয়ান)	স্পষ্ট বিবরণ	আলে ইমরান ঃ ১৩৮
২১.	مُنَادِيٌ (মুনাদী)	আহবায়ক	আলে ইমরান ঃ ১৯৩
২২.	صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (সিরাতুল মুস্তাকীম)	সোজা পথ	আন'আম ঃ ৩৯
২৩.	قَيِّمٌ (কাইয়্যেম)	সুদৃঢ়	কাহাফ ঃ ২
২৪.	قَوْلٌ (কাওল)	কথা	তারিক ঃ ১৩
২৫.	فَصْلٌ (ফাসল)	সিদ্ধান্তকর	তারিক ঃ ১৩
২৬.	نَبَاءِ الْعَظِيْمِ (নাবাউল আযীম)	মহা সংবাদ	আননাবা ঃ ২
২৭.	اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ (আহসানুল হাদীস)	সর্বোত্তম বাণী	যুমার ঃ ২৩
২৮.	مُتَشَابِهَةٌ (মুতাশাবিহ)	সামঞ্জস্যপূর্ণ	যুমার ঃ ২৩
২৯.	مَثَانِيْ (মাছানী)	পূন পূন পঠিত	যুমার ঃ ২৩

ক্রমিক	নাম	অর্থ	সূরা ও আয়াত
৩০.	تَنْزِيْلٌ (তানযীল)	অবতীর্ণ	শোয়ারা ঃ ১৯২
৩১.	رُوْحٌ (রূহ)	প্রাণ	শূরা ঃ ৫২
৩২.	اَمْرُاللّٰهِ (আমরুল্লাহ)	আল্লাহর নির্দেশ	তালাক ঃ ৫
৩৩.	اٰيٰتُ اللّٰهِ (আয়াতুল্লাহ)	আল্লাহর নিদর্শন	তালাক ঃ ১১
৩৪.	اَلْوَحْىِ (অহী)	ইংগিত, নির্দেশ	আম্বিয়া ঃ ৪৫
৩৫.	عَرَبِىٌّ (আরাবী)	আরবি ভাষায়	ইউসুফ ঃ ২
৩৬.	بَصَائِرٌ (বাসায়ির)	নিদর্শন	আ'রাফ ঃ ২০৩
৩৭.	اَلْعِلْمُ (ইলম)	প্রকৃতজ্ঞান	বাকারা ঃ ১৪৫
৩৮.	هَادِى (হাদী)	পথ প্রদর্শক	ইসরা ঃ ৯
৩৯.	عَجَبٌ (আজব)	বিস্ময়	জিন ঃ ১
৪০.	تَذْكِرَةٌ (তাযকিরা)	উপদেশ, শিক্ষা	হাক্কাহ্ ঃ ৪৮
৪১.	حَسْرَةٌ (হাসরা)	অনুতাপ সৃষ্টিকারী	হাক্কাহ্ ঃ ৫০
৪২.	اَلْيَقِيْن (ইয়াকীন)	নিশ্চিত সত্য	হাক্কাহ্ ঃ ৫১
৪৩.	اَلصِّدْقُ (সিদ্ক)	মহাসত্য	যুমার ঃ ৩৩
৪৪.	عَدْلٌ (আদল)	সুষম	আন'আম ঃ ১১৫
৪৫.	بُشْرٰى (বুশরা)	সুসংবাদ	নামল ঃ ২
৪৬.	مَجِيْدٌ (মজীদ)	সম্মানিত	বুরুজ ঃ ২১
৪৭.	اَلزَّبُوْر (যবূর)	গ্রন্থ	আম্বিয়া ঃ ১০৫
৪৮.	بَلٰغٌ (বালাগ)	বার্তা	ইব্রাহীম ঃ ৫২
৪৯.	بَشِيْرٌ (বাশীর)	সুসংবাদদানকারী	হামীমুস সাজদা ঃ ৪
৫০.	نَذِيْرٌ (নাযীর)	সতর্ককারী	হামীমুস সাজদা ঃ ৪
৫১.	عَزِيْزٌ (আযীয)	দুর্জয়	হামীমুস সাজদা ঃ ৪১

ক্রমিক	নাম	অর্থ	সূরা ও আয়াত
৫২.	اَلْقَصَصُ (কাসাস)	কাহিনী/ইতিহাস	ইউসুফ ঃ ৩
৫৩.	صُحُفٌ (সুহফুন)	লিপিমালা	আবাসা ঃ ১৩
৫৪.	مُكَرَّمَةٌ (মুকাররামা)	মর্যাদা সম্পন্ন	আবাসা ঃ ১৩
৫৫.	مَرْفُوْعَةٌ (মারফুয়া)	শ্রেষ্ঠ সুউচ্চ	আবাসা ঃ ১৪
৫৬.	مُطَهَّرَةٌ (মুতাহ্হারা)	অতিশয় পবিত্র	আবাসা ঃ ১৪
৫৭.	اَلْحُكْمُ (আল হুকমু)	নির্দেশ	দাহার ঃ ২৪
৫৮.	اَنْبَاۤءُ الْغَيْبِ (আনবাউল গায়বে)	গায়েবের সংবাদ	ইউসুফ ঃ ১০২

● কুরআন সম্পর্কে কয়েকটি জানার বিষয়

এসো, এবার কুরআন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় জেনে নাও ঃ

১. সর্ব প্রথম কুরআন নাযিল হয় হিজরত পূর্ব ১৩ সনে রমযান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো একটি বিজোড় রাত্রে।

২. সর্ব প্রথম নাযিল হয় সূরা আল আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াত।

৩. হিজরি ১১ সনের সফর মাসে কুরআন নাযিল শেষ হয়।

৪. সর্বশেষ নাযিল হয় সূরা আল বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াত।

৫. কুরআনের সূরা সংখ্যা ঃ ১১৪টি।

৬. আয়াত সংখ্যা ঃ ৬৬৬৬টি। তবে কমবেশি হতে পারে।

৭. সবচেয়ে বড় আয়াত সূরা আল বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াত।

৮. সবচেয়ে বড় সূরা আল বাকারা।

৯. সবচেয়ে ছোট সূরা আল কাউছার।

১০. সিজদা সংখ্যা ১৪টি। ইমাম শাফেয়ীর মতে ১৫টি।

১১. রসূল (সা) মক্কায় থাকতে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় 'মক্কী সূরা'।

১২. রসূল (সা) মক্কা তেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পর যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে 'মাদানী সূরা' বলা হয়।

১৩. কুরআন ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি। প্রয়োজন মতো অল্প

অল্প করে নাযিল হয়েছে। নাযিল হবার পর রসূল (সা) আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুসারে সাজিয়েছেন।

১৪. কুরআন ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে। কখনো গোটা সূরা, কখনো কিছু আয়াত।

১৫. প্রথম সূরা আল ফাতিহা।

১৬. সর্বশেষ সূরা আন নাস।

১৭. সূরা আল মুজাদালার প্রতি আয়াতে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ হয়েছে।

১৮. কুরআনে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ হয়েছে ২৬৯৭ বার।

১৯. কুরআনে 'কুরআন' শব্দ উল্লেখ হয়েছে ৬৮ বার।

২০. কুরআনে 'মুহাম্মদ' নাম উল্লেখ হয়েছে ৪ বার এবং 'আহ্মদ' ১ বার। অন্যান্য স্থানে আল্লাহ্র রসূল, আর রসূল এবং হে নবী সম্বোধন হয়েছে।

২১. মুহাম্মদ (সা) সহ কুরআনে পঁচিশজন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে।[১]

২২. সূরা ৯ আত তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ নেই। এছাড়া বাকি সব সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' আছে।

২৪. সূরা ২৭ 'আন নামল'-এ 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' দুবার আছে। একবার শুরুতে, আরেকবার ৩০ আয়াতে।

২৫. কারো পক্ষে কুরআনকে বিনাশ করা সম্ভব নয়। কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিয়েছেন।

● কুরআনের আহ্বান (message) কি?

তোমরা জানতে পেরেছো, কুরআন আল্লাহ্র কিতাব! আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র আত্মা জিব্রীল ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এটি আগা গোড়া এবং অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহ্র বাণী। এতে কোনো প্রকার শোবা সন্দেহ নেই। এর

---

১. এই পঁচিশজন নবীর নাম ও জীবনী জানার জন্যে পড়ো এই লেখকের বই ঃ নবীদের সংগ্রামী জীবন।

প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি তত্ত্ব, প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি খবর, প্রতিটি ভবিষ্যতবাণী এবং এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা অকাট্য সত্য।

এই মহাগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো 'মানুষ'। কিসে মানুষের ভালো আর কিসে মানুষের মন্দ? কোন্টা মানুষের কল্যাণের পথ আর কোন্টা অকল্যাণের? কিসে মানুষের লাভ আর কিসে তার ক্ষতি? কোন্টা মানুষের ধ্বংসের পথ আর কোন্টা মুক্তির? কোন্টি শাস্তির পথ আর কোন্টি পুরস্কারের? কোন্টি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের পথ আর কোন্টি তাঁর অসন্তুষ্টির পথ? কুরআনের সব কথা এই লক্ষ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে।

প্রতিটি বক্তব্যের সাথে সাথে কুরআন মানুষকে এই লক্ষ্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছে। লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায় সম্পর্কে ম্যাসেজ দিয়েছে এবং লক্ষ্য অর্জন করার পথে ধাবিত হতে বলেছে।

কুরআন মানুষের জন্যেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানুষের প্রতি কুরআনের মূল আহ্বান হলো, হে মানুষ! তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র দাসত্ব করো, শুধু তাঁরই আনুগত্য করো এবং শুধুমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলো। কেবলমাত্র এতেই রয়েছে তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, শান্তি, মুক্তি ও সাফল্য।

আল্লাহ্র দাসত্বের উপায় এবং তাঁর দাসত্বের মাধ্যমে কল্যাণ ও সাফল্য লাভের জন্যে কুরআন আরো কতিপয় বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তুমি কি সে বিষয়গুলো জানতে চাও? ফাতিমাও সে বিষয়গুলো জানতে চেয়েছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, এই বিষয়গুলো দুই প্রকার ঃ
ক. বিশ্বাসগত এবং খ. কর্মগত।

মানুষের প্রতি কুরআনে বিশ্বাসগত আহ্বানগুলো হলো, হে মানুষ ঃ

১. তোমরা এবং এই মহাবিশ্ব এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি, এর পেছনে রয়েছেন একজন মহাবিজ্ঞ, মহা শক্তিধর স্রষ্টা, তিনিই আল্লাহ্। তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনো। তাঁকে বিশ্বাস করো।

২. আল্লাহ্ এক! তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। তিনি এক,

একক। তিনি সর্বশক্তিমান, সকল ক্ষমতার উৎস। তোমরা তাঁকে এক ও একক বলে বিশ্বাস করো।

৩. মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তোমাদের পূণরায় জীবিত করবেন। এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে। আল্লাহ্ সেখানে মানুষের পৃথিবীর বিশ্বাস ও কাজের হিসাব নেবেন, বিচার করবেন। পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্র দাসত্ব করেছে, তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে চিরসুখের জান্নাত দান করবেন। আর যারা আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করেছে, তাদেরকে কঠিন শাস্তির জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তোমরা মরণের পরের এই জীবন ও জগতকে বিশ্বাস করো।

৪. আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার কল্যাণ ও সাফল্যের পথ জানাবার জন্যে মানুষের মধ্য থেকেই নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সর্বশেষ রসূল। তোমরা তাকে আল্লাহ্র রসূল মেনে নাও।

৫. আল্লাহ্ মানব জাতির জীবন যাপনের পথ নির্দেশ হিসেবে মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছেন। তোমরা এটাকে আল্লাহ্র কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করো।

৬. মহাবিশ্ব পরিচালনার কাজে আল্লাহ্র কর্মচারী হলো, ফেরেশতারা। আল্লাহ্র নির্দেশে তারা মানুষের সমস্ত কাজ কর্ম, কথাবার্তা এবং চিন্তা ও বিশ্বাস রেকর্ড করে। তাদেরকে বিশ্বাস করো।

এগুলো হলো মানুষের প্রতি কুরআনের বিশ্বাসগত আহ্বান। আর মানুষের প্রতি কুরআনে কর্মগত আহ্বান হলো, হে মানুষ ঃ

১. তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র দাসত্ব করো। তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করো।

২. তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করোনা। আর কারো হুকুম পালন করোনা।

৩. তোমরা আল্লাহ্র রসূলের আনুগত্য করো এবং আল্লাহ্র হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করো। তাঁকে আদর্শ হিসেবে মেনে নাও। তিনি যা করতে বলেছেন তা করো এবং যা যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।

৪. তোমরা কুরআনকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নাও এবং এর পথ নির্দেশের ভিত্তিতে জীবন যাপন করো।

৫. ইবাদতের বিধান দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্র জন্যে এসব ইবাদত করো। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করো, তাঁরই কাছে সাহায্য চাও, ক্ষমা চাও এবং তাঁরই দিকে ফিরে আসো।

৬. সৎকর্ম, সৎ গুণাবলী ও উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা এভাবে কাজ করো, এসব গুণাবলী অর্জন করো এবং এরকম চরিত্র গঠন করো।

৭. অসৎ কর্ম, অসৎ গুণাবলী ও মন্দ চরিত্রের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা এগুলো পরিহার করো, বর্জন করো।

৮. কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে।

৯. আল্লাহ্র আইন ও বিধান কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

১০. কপটতা পরিহার করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

১১. বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র হুকুম আহকাম পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

১২. জাহান্নামের কঠিন শাস্তির বিবরণ দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৩. জান্নাতের চির সুখ ও মহা আনন্দের আকর্ষণীয় বিবরণ প্রকাশ করে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তা অর্জনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

● আল কুরআন সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

এখানে আমরা আল কুরআন প্রসংগে কুরআনের বাহক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কয়েকটি বাণী (হাদীস) উল্লেখ করছি। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

১. তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিখে এবং শিখায়। (সহীহ্ বুখারি)

২. তোমরা কুরআন পড়ো, কুরআনের সাথি হও। কিআমতের দিন কুরআন তার সাথিদের পক্ষে সুপারিশকারী হয়ে আসবে। (সহীহ্ মুসলিম)

৩. কিআমতের দিন কুরআন বান্দার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সুপারিশ করবে। (শরহে সুন্নাহ্)

৪. পৃথিবীতে যে কুরআনকে সাথি বানিয়েছে, আখিরাতে তাকে বলা হবে, পড়ো এবং উপরে উঠো। (তিরমিযি)

৫. সকল বাণীর উপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সেরকম, যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব। (তিরমিযি)

৬. এই কুরআন হলো আল্লাহর মজবুত রশি, বিজ্ঞান সম্মত উপদেশ এবং সরল সঠিক পথ। (তিরমিযি)

৭. যে কুরআন অধ্যয়ন করবে এবং কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে সূর্যালোকের চেয়েও জ্যোতির্ময় সুন্দরতম টুপি পরানো হবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

৮. তোমরা সুকণ্ঠে কুরআনকে সৌন্দর্য দান করো। (আবু দাউদ)

৯. জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূল! কোন্ ব্যক্তি সুকণ্ঠে এবং সুন্দরতম কুরআন পাঠ করে। তিনি বললেনঃ যার কুরআন পাঠ শুনে তোমার মনে হবে, সে আল্লাহকে ভয় করে।

১০. কুরআনের আহবান ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করো, অবশ্যি তোমরা সাফল্য লাভ করবে। (বায়হাকি)

১১. কুরআনের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস সাথে নিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না। (হাকিম)

১২. কুরআন একটি রশি। এর একপ্রান্ত আল্লাহর হাতে, আরেক প্রান্ত তোমাদের মাঝে। তোমরা এ রশিকে শক্ত করে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা, কখনো ধ্বংস হবেনা। (ইবনে আবী শাইবা)

● কুরআন পড়ার আদব

মহান আল্লাহর বাণী আল কুরআন। পৃথিবীর যে কোনো গ্রন্থের চাইতে পবিত্র, মহান, শ্রেষ্ঠ, অকাট্য ও অতি উর্ধ্বে এ গ্রন্থের অবস্থান। তাই এ গ্রন্থ পাঠ করার সময় আদবের সাথে পাঠ করা উচিত। এখানে কয়েকটি আদব উল্লেখ করা হলো ঃ

১. কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করা।

২. 'আউযুবিল্লাহ মিনাশ শাইতানির রজীম– আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই'– বলে পাঠে অগ্রসর হওয়া।

৩. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- বলে আল্লাহর নামে আরম্ভ করা।

৪. নিয়মিত কুরআন পাঠ করা।
৫. নিয়মিত কুরআন বুঝার চেষ্টা করা ও বুঝে বুঝে কুরআন পাঠকরা।
৬. কুরআনের বিশেষ বিশেষ অংশ মুখস্ত করা।
৭. সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।
৮. তাড়াহুড়া নয়, শান্ত ধীরে কুরআন পাঠ করা।
৯. অপর কেউ পাঠ করলে তা মনযোগ দিয়ে শুনা।
১০. কুরআনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা।
১১. কাউকেও কুরআনের প্রতি অমর্যাদা করতে না দেয়া।
১২. কুরআনকে নিজের জন্যে আল্লাহর সবচে' বড় অনুগ্রহ মনে করা।

● কুরআন বুঝার উপায় কি?

আমরা বুঝতে পারলাম, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে জীবন যাপনের ব্যবস্থা। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে অবশ্যি কুরআনের হুকুম ও নির্দেশ মতো জীবন যাপন করতে হবে। কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম ও জিহাদ করতে হবে। কুরআন যেহেতু আমাদের স্রষ্টা ও মালিক মহান আল্লাহর কালাম, তাই জীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কুরআনের প্রতি।

কিন্তু যে কুরআন বুঝেনা, যে জানেনা কুরআনে কি আছে, সে কেমন করে মানবে কুরআন? কী করে সে কুরআনের হুকুম ও নির্দেশ মতো জীবন যাপন করবে? কিভাবে সে কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করবে? কিভাবে সে মর্যাদা দেবে আল্লাহর কালামকে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছো, অবশ্যি আমাদেরকে কুরআন বুঝতে হবে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তাদের অবশ্য কর্তব্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কুরআন বুঝার চেষ্টা করা।

একদিন আমি আয়েশাকে কুরআন বুঝার গুরুত্ব সম্পর্কে বলছিলাম। কুরআনের প্রতি ওর দারুণ আগ্রহ। সে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে শিখেছে। দেখলাম, সে কুরআন বুঝতে উৎসুক। সে বললোঃ 'কুরআন বুঝায় সহজ উপায় আমাকে বলে দিন।' সে আরো বললোঃ আমি

অল্প সময়ের মধ্যে কুরআন বুঝতে চাই। কুরআন আমার প্রিয়তম গ্রন্থ। কুরআন আমার স্রষ্টা, মালিক ও মনিবের বাণী। তাই কুরআনের মর্মবাণী আমার হৃদয়ের পরতে পরতে গেঁথে নিতে চাই। আমাকে কুরআন বুঝার সহজ পদ্ধতি বলে দিন।'

কুরআনের প্রতি আয়েশার আগ্রহ দেখে আমি বিমুগ্ধ হলাম। আমি ওকে বললাম ঃ 'আয়েশা! যে কুরআনকে ভালোবাসে, সে-ই কুরআনকে বুঝতে পারে।'

এরপর আমি তাকে আরো কয়েকটি উপায় বলে দিলাম। আমি বললামঃ

১. কুরআন বুঝবার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নাও। কোনো কিছুই যেনো তোমাকে এ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে না পারে।

২. কুরআনের ভালোবাসা হৃদয়ে গেঁথে নাও।

৩. কুরআনকে কল্যাণ, সফলতা ও মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করো এবং আঁকড়ে ধরো।

৪. কুরআনকে জীবন সাথি বানিয়ে নাও।

৫. প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করো, কুরআন বুঝার জন্যে কিছু সময় ব্যয় করো।

৬. অন্যান্য ভাষা শিখার নিয়মে প্রতিদিন কিছু সময় আরবি ভাষা শিখো, কুরআনের ভাষা শিখো।

৭. ভাষাগত নিয়মে প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে কুরআনের কয়েকটি আয়াত শিখো। ভাষাগত জ্ঞান বৃদ্ধি হতে থাকলে আয়াতের সংখ্যাও বাড়াতে থাকো।

৮. আমাদের মাতৃভাষায় কুরআনের যেসব অনুবাদ ও তফসীর হয়েছে, সেগুলোর সাহায্য গ্রহণ করো।

৯. বাংলা ভাষায় কোনো একটি ভালো তফসীর ধারাবাহিকভাবে পড়ে শেষ করো। এ জন্যে এক বছর, দুই বছর, তিন বছর, চার বছর বা পাঁচ বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করো।

১০. কুরআন অধ্যয়ন শুরু করলে দেখবে, একই ধরনের শব্দ ও আয়াত বার বার ঘুরে ঘুরে আসছে। সেগুলোর অর্থ আয়ত্ব করো।

১১. তফসীর থেকে বিভিন্ন আয়াত ও সূরা নাযিলের শানে নুযুল বা প্রেক্ষাপট জেনে নাও এবং প্রেক্ষাপটের আলোকে তা বুঝার চেষ্টা করো।

১২. রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বা দুইটি বিশুদ্ধ জীবনী গ্রন্থ পড়ে নাও। কারণ রসূলুল্লাহ্র (সা) জীবনটা তো কুরআনেরই ব্যাখ্যা।

১৩. নিয়মিত কিছু কিছু হাদীস পড়ো। হাদীসও কুরআনেরই ব্যাখ্যা।

১৪. সাহাবায়ে কিরামের জীবনী পড়ো। তাঁরাও সামগ্রিকভাবে কুরআনেরই মূর্ত আদর্শ ছিলেন।

১৫. রসূল (সা) যেভাবে নিজের জীবনে কুরআন বাস্তবায়ন করেছিলেন, তুমিও তা করো।

১৬. রসূল (সা) যেভাবে তাঁর সাথিদেরকে কুরআনের আলোকে গড়ে তুলেছিলেন, তুমিও তোমার সাথিদের ব্যাপারে তা করো।

১৭. রসূল (সা) যেভাবে কুরআনের আলোকে সমাজ গড়ার চেষ্টা সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছিলেন, তুমিও তা করো। কুরআন অনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ার চেষ্টার মাধ্যমে কুরআনকে সহজে বুঝা যায়।

১৮. যারা কুরআন বুঝেন এবং কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের সহযোগিতা নাও। নিজে যেটা না বুঝো, সেটা বুঝে নাও; জেনে নাও।

১৯. সব সময় কুরআনের বক্তব্য বিষয় নিয়ে ভাবো, চিন্তা করো এবং গবেষণা করো।

২০. অন্যদেরকে কুরআন শিখাও। প্রথমে নিজের আপনজনদের শিখাও। বন্ধুদের শিখাও।

২১. মানুষকে কুরআনের দিকে ডাকো। প্রথমে কাছের লোকদের ডাকো। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের ডাকো।

২২. আল্লাহ্ তা'আলা যেনো কুরআন বুঝার জন্যে এবং কুরআনকে ধারণ করার জন্যে তোমার হৃদয় খুলে দেন, সে জন্যে দয়াময় আল্লাহ্র কাছে সব সময় দু'আ করো।

এবার এসো, আমরা এ বইতে কুরআনের কিছু আয়াতের অর্থ ও মর্ম বুঝার চেষ্টা করি।

এসো পড়ি আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔

প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের রব, অসীম দয়ালু পরম করুণাময়, প্রতিফল দিবসের মালিক। (সূরা ১ আল ফাতিহা ঃ ১-৩)

শব্দার্থ ঃ রব– মালিক, মনিব, প্রভু, পরিচালক, প্রতিপালক, অভিভাবক, রক্ষক। দীন– প্রতিফল, প্রতিদান, জীবন ব্যবস্থা, আইন, আনুগত্য।

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ
وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔

আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্‌ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন। কখনো তাঁর তন্দ্রা পায়না, ঘুমতো নয়ই। পৃথিবী ও মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সবই তাঁর। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২৫৫)

শব্দার্থ ঃ ইলাহ্‌– সকল ক্ষমতার উৎস, সর্বময় কর্তা, হুকুমকর্তা, আনুগত্য ও বিনয় লাভের অধিকারী, উপাস্য, ত্রাণকর্তা, প্রয়োজন পূরণকারী, সংকট মোচনকারী।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ
لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

আল্লাহ্‌ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর অভিভাবক ও ব্যবস্থাপক। আসমান ও যমীনের সমস্ত চাবিকাঠির তিনি মালিক। (সূরা ৩৯ যুমার ঃ ৬২-৬৩)

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ۔

'আল্লাহই বীজ ও আঁটি দীর্ণ করেন, মৃত থেকে বের করেন জীবিতকে, আবার জীবিত থেকে বের করেন মৃতকে। আল্লাহই এগুলো করেন। তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে ছুটে চলেছো। (সূরা ৬ আল আনআম ঃ ৯৫)

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۔

মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই ঘোষণা করছে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা, কারণ তিনি মহা ক্ষমতাধর মহাজ্ঞানী। তিনিই মালিক মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই দান করেন মৃত্যু। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। প্রকাশ্য তিনি, গোপন তিনি, সকল বিষয় তিনি অবগত। (সূরা ৫৭ আল হাদীদ ঃ ১-৩)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ۔

তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো কর্তৃত্ববান নেই। সব কিছুর স্রষ্টা তিনি। সুতরাং তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। সবকিছু নিজের কর্তৃত্বে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখতে অক্ষম, কিন্তু সব দৃষ্টি তাঁর নাগালের মধ্যে। তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সব খবর তিনি রাখেন। (সূরা ৬ আল আন'আমঃ ১০২-১০৩)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ-

তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি অবগত আছেন সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়। তিনি অসীম দয়ালু, পরম করুণাময়। (সূরা ৫৯ আল হাশর ঃ ২২)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি সর্বময় সম্রাট, মহাপবিত্র, শান্তির উৎস, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দাতা, রক্ষণাবেক্ষণকারী, সর্বজয়ী, সর্বশক্তিমান, স্বয়ং শ্রেষ্ঠ, লোকেরা তাঁর সাথে যে অংশীদার বানায়, আল্লাহ তা থেকে মুক্ত-পবিত্র। (সূরা ৫৯ আল হাশর ঃ ২৩)

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

তিনি আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা, সৃষ্টির সূচনাকারী, আকৃতি দানকারী, সুন্দরতম নামসমূহের তিনি মালিক। পৃথিবী ও মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, সবাই গাইছে তাঁর গৌরব গাঁথা। সর্বজয়ী মহাজ্ঞানী তিনি। (সূরা ৫৯ আল হাশর ঃ ২৪)

আল্লাহর কোনো শরীক নেই

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔

বলো ঃ তিনি আল্লাহ্‌, একক তিনি। আল্লাহ্‌ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই। (সূরা ১১২ আল ইখলাস)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔

আল্লাহ্‌ কাউকেও নিজের সন্তান বানাননি। আর তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্‌ও নেই। যদি অন্য কোনো ইলাহ্‌ থাকতো, তবে প্রত্যেক ইলাহ্‌ই নিজে যা সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং তাদের একজনের উপর আরেকজন কর্তৃত্ব করতে চাইতো। লোকেরা মনগড়াভাবে তাঁর প্রতি যা কিছু আরোপ করছে, তিনি সেগুলো থেকে মুক্ত-পবিত্র। (সূরা ২৩ আল মু'মিনূন ঃ ৯১)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ۔

অতএব একমাত্র আল্লাহ্‌ই প্রকৃত সম্রাট, অতি উঁচু ও মহান। তিনি ছাড়া আর কোনো কর্তৃত্বকারী নেই। তিনি মর্যাদাশীল আরশের মালিক। (সূরা ২৩ আল মু'মিনূন ঃ ১১৬)

শব্দার্থ ঃ আরশ– সিংহাসন, সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরংকুশ ক্ষমতা।

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ۔

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবে, যার ইলাহ্ হবার প্রমাণ তার কাছে নেই; সে ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত, তার হিসাব নিকাশ তো হবে তার মালিকের কাছে। নিশ্চয়ই অমান্যকারীরা কখনো সফল হয়না। (সূরা ২৩ আল মু'মিনূন ঃ ১১৭)

শব্দার্থ ঃ বুরহান– দলিল, প্রমাণ, যুক্তি।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا -

আল্লাহ্ কিছুতেই ক্ষমা করেননা তাঁর সাথে শিরক করা হলে। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে চান ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে তো রচনা করে এক বিরাট মিথ্যা ও মহাপাপ। (সূরা ৪ আন নিসা ঃ ৪৮)

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

স্মরণ করো, লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল ঃ আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করোনা। নিশ্চিত জেনো, শিরক হলো এক অতিবড় যুল্ম। (সূরা ৩১ লুকমানঃ ১৩)

ব্যাখ্যা ঃ 'শিরক' মানে অংশীদার বানানো। আল্লাহর সাথে শিরক করা মানে কাউকে আল্লাহর সন্তান, স্ত্রী, সমকক্ষ এবং আল্লাহর সাথে কারো বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে মনে করা। অন্য কাউকেও আল্লাহর গুণাবলীর অংশীদার মনে করা। কাউকেও আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার মনে করা এবং মানুষের উপর আল্লাহর যে অধিকার রয়েছে তাতে অন্য কাউকেও অংশ প্রদান করা। কেউ যদি ফেরেশতা, জ্বিন, জীবিত কিংবা মৃত মানুষ, বা কোনো বস্তু অথবা অন্য কোনো কিছুকে এই সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বা অংশীদার মনে করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করে, তবে সে ব্যক্তি শিরক করলো। আর শিরক হলো সবচে বড় যুল্ম এবং আল্লাহ শিরকের গুনাহ্ মাফ করেননা।

ঈমান আনার পূর্ব শর্ত

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

দীন গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। ভুল পথ থেকে সঠিক পথকে তো আলাদা করে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন এক শক্ত অবলম্বন আঁকড়ে ধরবে, যা কখনো ছিঁড়বার নয়। আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। (সূরা ২ আল বাকারা ২৫৬)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার আগে এতোদিন যাদেরকে আল্লাহ্র আসনে বসিয়েছিল, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কারণ ঈমান আনার পর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হুকুম পালন করা যায় না। আর কারো অনুগত থাকা যায় না। শুধুমাত্র তাদেরই আনুগত্য ও হুকুম পালন করা যায়, যারা আল্লাহ্র অনুগত ও বাধ্যগত।

তোমরা ঈমান আনো

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔

তাই তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি, আর আমার নাযিল করা 'আন্ নূর' (আল কুরআন)-এর প্রতি। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত। (সূরা ৬৪ আত তাগাবুন ঃ ৮)

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ-

বরং সঠিক কাজ হলো, ঈমান আনা আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল কিতাবের প্রতি এবং নবীদের প্রতি। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৭৭)

ব্যাখ্যা ঃ এই দুটি আয়াত থেকে জানা গেলো, ঈমান আনতে হবে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি। সেগুলো হলো ঃ

১. আল্লাহর প্রতি,

২. পরকাল বা আখিরাতের প্রতি.

৩. ফেরেশতাদের প্রতি,

৪. আল কিতাব বা আল কুরআনের প্রতি,

৫. নবীগণের প্রতি।

কুরআন ও হাদীসে এই পাঁচটি ঈমানের বিস্তারিত ধারণা পেশ করা হয়েছে। তোমরা সেগুলো পড়ে ও শুনে জেনে নেবে।

সত্যিকার মুমিন কে?

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ-

সত্যিকার মুমিন হলো তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি, অতপর এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ সংশয় করেনি, তাছাড়া নিজেদের জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে। —এসব লোকই (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। (সূরা ৪৯ আল হুজুরাত ঃ ১৫)

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূলের, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (সূরা ৭ আল আনফাল ঃ ১)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - أُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

প্রকৃত মুমিন তারা, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হলে যাদের দিল কেঁপে উঠে, আল্লাহ্‌র আয়াত পেশ করা হলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা নিজেদের প্রভুর উপর ভরসা রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে। এসব লোকেরাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে বিরাট মর্যাদা, ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা ৭ আল আনফাল ঃ ২-৪)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। আমরা জানলাম সত্যিকার মুমিন হলো তারা–

১. যারা বুঝে শুনে মজবুতভাবে ঈমান আনে।

২. যারা ঈমান আনার পর আল্লাহ্ ও রসূলের ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং প্রত্যয়দীপ্ত বিশ্বাস নিয়ে চলে।

৩. যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও হুকুম পালন করে।

৪. যারা আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য করে।

৫. যারা জীবন বাজি রেখে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে।

৬. যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে।

৭. আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে।

৮. আল্লাহর আয়াত শুনলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

৯. যারা সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।

১০. যারা ঠিকমতো সালাত কায়েম করে এবং

১১. যারা যাকাত প্রদান করে।

প্রকৃত মুমিনদের আল্লাহ তা'আলা দান করেন ঃ

১. উঁচু মর্যাদা,

২. ক্ষমা ও

৩. সম্মানজনক জীবিকা।

তাই এসো আমরা সত্যিকার মুমিন হই।

আল্লাহর দাসত্ব করো

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

আমি জিন ও মানুষ কেবল এজন্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। (সূরা ৫১ আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

হে মানুষ! তোমরা ইবাদত করো তোমাদের মালিকের, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের সৃষ্টি করেছেন। এটাই তোমাদের আত্মরক্ষার পথ। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২১)

وَأَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

(হে আদম সন্তানেরা!) তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো, এটাই সরল-সঠিক পথ। (সূরা ৩৬ ইয়াসীন ঃ ৬১)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

আমি প্রতিটি মানব সমাজে রসূল পাঠিয়েছি একথা বলে দেয়ার জন্যেঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাগুতের দাসত্ব পরিহার করো। (সূরা ১৬ আন নহল ঃ ৩৬)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

(হে আল্লাহ্‌!) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই। (সূরা ১ আল ফাতিহা ঃ ৫)

শব্দার্থ ঃ ইবাদত– আনুগত্য করা, হুকুম পালন করা, দাসত্ব করা, বিনাশর্তে মাথানত করে দেয়া এবং আইন ও বিধান মেনে নেয়া।

তাগুত– বিদ্রোহী, যে নিজে আল্লাহ্‌র আইন মানেনা এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তার নিজের হুকুম পালন করার আহ্‌বান জানায়;

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে এজন্যে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ আল্লাহ্‌র দাসত্ব করবে, আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করবে, তাঁর আইন মেনে চলবে এবং তাঁর কাছে নত ও বিনীত হয়ে থাকবে।

আল্লাহ্‌ই তো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তো মানুষকে প্রতিপালন করেন। তিনিই তো এই পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তো জীবন দিয়েছেন, মৃত্যুও তাঁরই হাতে, আর মৃত্যুর পরও তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তিনিই তো হিসাব নেবেন। শাস্তি আর পুরস্কারও তো তিনিই দেবেন। সুতরাং আমার তোমার সকলেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য করা, তাঁরই হুকুম মেনে চলা এবং তাঁর মর্জি মাফিক জীবন যাপন করা। –এভাবে যারা জীবন যাপন করে তারাই আল্লাহ্‌র দাস। আর আল্লাহ্‌র দাসদের জন্যে আল্লাহ্‌ তৈরি করে রেখেছেন জান্নাত।

আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে প্রবৃত্তি, সমাজ, সমাজপতি, শাসক ও শয়তানের হুকুম বিধান পালন করা হলো তাগুতের দাসত্ব করা। আর তাগুতের দাসদের জন্যে রয়েছে জাহান্নাম।

আনুগত্য করো আল্লাহ্ ও রসূলের

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ -

হে রসূল তাদের বলো ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রসূলের। যদি না করো, তবে এমন কাফিরদের আল্লাহ্ ভালবাসেন না। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ৩২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রসূলের আনুগত্য করো আর করো তোমাদের মধ্যকার দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী লোকদের। তবে তোমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি ফায়সালার জন্যে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। (সূরা ৪ আন নিসা ঃ ৫৯)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এটাই মানুষের সবচে' বড় সাফল্য। (সূরা ৪ আন নিসা ঃ ১৩)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا -

যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করবে, তারা আল্লাহ্র নি'আমত প্রাপ্ত নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্ লোকদের সাথি হবে। আর কতইনা উত্তম সাথি এরা! (সূরা ৪ আন নিসা ঃ ৬৯)

ব্যাখ্যা ঃ আনুগত্য মানে– হুকুম পালন করা, নির্দেশ মতো কাজ করা, আইন কানুন ও বিধি বিধানের অনুগত থাকা, শৃংখলা মেনে চলা। কুরআনে তিনটি আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

১. আল্লাহ্র আনুগত্য,

২. রসূলের আনুগত্য,

৩. নেতা ও কর্তৃত্বশীলের আনুগত্য।

আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করতে হবে শর্তহীনভাবে। তবে নেতা বা কর্তৃত্বশীলের সাথে মতপার্থক্য করা যাবে। এ ক্ষেত্রে মীমাংসা ও ফায়সালা নিতে হবে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান থেকে। অর্থাৎ নেতার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বশীলের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের অধীন। তারা যতোক্ষণ আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুমের অধীন থেকে আদেশ করবে, ততোক্ষণ তাদের আদেশ মান্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু তারা আল্লাহ্র হুকুম ও রসূলের আদর্শের খেলাফ কোনো হুকুম দিলে তা মানা যাবে না। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্র হুকুম ও রসূলের আদর্শই মানতে হবে। এরূপ আনুগত্যকারীরা–

১. জান্নাত লাভ করবে।

২. প্রকৃত সাফল্য তারাই অর্জন করবে।

৩. পরকালে নবীদের সাথি হবে।

৪. সিদ্দীকদের সাথি হবে।

৫. শহীদদের সাথি হবে।

৬. সালেহ্ লোকদের সাথি হবে।

আল্লাহ্‌কে বানাও প্রিয়তম

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ

যারা ঈমান এনেছে, তারা সবচে' বেশি ভালোবাসে আল্লাহ্‌কে। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৬৫)

ব্যাখ্যা ঃ একজন মুমিন মুসলিমের কাছে তো আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে প্রিয়। কারণ সে তো জানে, আল্লাহ্‌ই তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে জীবন দিয়েছেন। বেঁচে থাকার জন্যে, বড় হবার জন্যে, সুস্থ্ থাকার জন্যে, সুখের জন্যে, সমৃদ্ধির জন্যে যা কিছু দরকার, সবই তো আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। মৃত্যু ও আল্লাহ্‌রই হাতে। মৃত্যুর পরও আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে। তাই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতে হবে তো তাঁকেই। আল্লাহ্‌ কুরআনে ক্রমিক অনুযায়ী তিনটি ভালবাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ঃ

- সর্বাধিক প্রিয় হবেন ঃ আল্লাহ্‌।
- অতপর ঃ আল্লাহ্‌র রসূল।
- এরপর ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ!

আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

"হে রসূল বলে দাও। তোমাদের বাবা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন, অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য এবং পছন্দের বাড়িঘর যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ্‌র ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ্‌ এরূপ ফাসিকদের সঠিক পথ দেখাননা। (সূরা ৯ আত তাওবা ঃ ২৪)

ভয় করো আল্লাহকে

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ-

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ্ মনের কথা জানেন। (সূরা ৫ আল মায়িদা ঃ ৭)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ঠিকভাবে ভয় করো। দ্যাখো, আল্লাহর অনুগত--মুসলিম হওয়া ছাড়া যেনো তোমাদের মৃত্যু না হয়। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১০২)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ-

তোমাদের সাধ্য মতো আল্লাহকে ভয় করো। আর তাঁর নির্দেশ শুনো, মেনে নাও এবং তাঁর পথে ব্যয় করো। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণের পথ। (সূরা ৬৪ আত তাগাবুন ঃ ১৬)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُوْلِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-

অতএব হে ঈমানদার জ্ঞানীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা ৬৫ আত তালাক ঃ ১০)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহকে ভয় করা মানে– আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করা, তা বর্জন করা, তা থেকে দূরে থাকা। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ভংগ হয় কিনা সে ভয়ে সতর্ক ও সচেতন ভাবে জীবন যাপন করা। আমি চাই আল্লাহর ভালোবাসা। সুতরাং আমার কোনো আচরণে তিনি যেনো আমার প্রতি রাগ না করেন, বেজার না হন, মনোকষ্ট না পান, সে ব্যাপারে সচেতন থেকে সতর্ক হয়ে চলার নামই তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়।

অনুসরণ করো রসূলের আদর্শ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

হে রসূল বলে দাওঃ তোমরা যদি সত্যি আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমার (আদর্শ) অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহ্ খাতা মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল দয়াময়। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ৩১)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا-

আল্লাহ্র রসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশা করে, পরকালের মুক্তি কামনা করে এবং আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ করে। (সূরা ৩৩ আল আহ্যাব ঃ ২১)

ব্যাখ্যা ঃ এ দুটি আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা গেলো, আল্লাহ্কে পেতে হলে, আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে হলে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে আল্লাহ্র রসূলের অনুসরণ করতে হবে। রসূলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসূলের পদাংক অনুসরণ করতে হবে। অন্য কারো অনুসরণ করে আল্লাহ্কে পাওয়া যাবে না।

ইহসান করো মা-বাবার প্রতি

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا
اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۔

তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা এবং মা-বাবার প্রতি ইহ্সান করো। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা দুজনই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তাদের প্রতি কোনো অবজ্ঞামূলক কথা উচ্চারণ করোনা, তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করোনা, বরং তাঁদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলো। (সূরা ১৭ ইসরা; বনি ইসরাইল ঃ ২৩)

শব্দার্থ ঃ ইহ্সান– দয়া, অনুগ্রহ, প্রাপ্যের চাইতে বেশি দেয়া, দায়িত্বের চাইতে বেশি করা, সুন্দর ব্যবহার করা, চমৎকার আচরণ করা।

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۔
رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ ۔

আমি মানুষকে হুকুম দিয়েছি তার মা-বাবার প্রতি অনুগ্রহ করতে ......। (সূরা ২৯ আনকাবুত ঃ ৮। সূরা ৪৬ আহকাফ ১৫)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَّلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا ۔

আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করোনা এবং মাতা পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। (সূরা ৪ আননিসা ঃ ৩৬)

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ - وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا -

আমার শোকর আদায় করো আর তোমার মাতা পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। আমার কাছেই তোমার ফিরে আসতে হবে। কিন্তু তোমার বাবা মা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে চাপ দেয় যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মেনোনা। কিন্তু এ পৃথিবীতে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে যেয়ো। (সূরা ৩১ লুকমানঃ ১৪-১৫)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো, মানুষের দুটি কর্তব্য সবচেয়ে বড় ঃ

এক ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য।

দুই ঃ মাতা পিতার প্রতি কর্তব্য।

আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য হলো, তাঁর দাসত্ব করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর কাছে নত হয়ে থাকা।

আল্লাহ্‌র পরেই মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো, পিতা মাতার প্রতি। মাতা পিতার প্রতি কর্তব্য হলো, তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, তাঁদের সেবা করা। বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও অনুগ্রত করা। তাঁদের অবজ্ঞা না করা, তাঁদের সেবা করতে গিয়ে বিরক্ত না হওয়া, তাঁদের জন্যে দু'আ করা এবং তাদের কথা মান্য করা।

কোনো পিতা মাতা যদি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করতে বলে, আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করতে বলে, অন্যায় কাজের আদেশ দেয়, কিংবা পাপ কাজ করতে বলে, তবে তাদের এসব আদেশ মানা যাবেনা। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে যেতে হবে।

দু'আ করো মা বাবার জন্যে

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ـ

তাদের (মা-বাবার) প্রতি দয়া ও নম্রতার ডানা মেলে দাও এবং (আল্লাহর কাছে) বলোঃ প্রভু! এঁদের প্রতি করুণা করো, যেভাবে মায়া মমতা ও করুণা দিয়ে ছোটবেলায় তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছে। (সূরা ১৭ ইসরা ঃ ২৪)

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ

প্রভু! যেদিন বিচার বসবে, সেদিন আমাকে, আমার মা-বাবাকে এবং সব মুমিনদের ক্ষমা করে দিও। (সূরা ১৪ ইবরাহীম ঃ ৪১)

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ ـ

আমার প্রভু! আমাকে তৌফিক দাও, আমি যেনো তোমার সেই দানসমূহের শোকর আদায় করি, যেগুলো তুমি আমাকে এবং আমার মা-বাবাকে দিয়েছো, আর আমার কাজকর্ম যেনো এমন হয়, যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। (সূরা ৪৬ আহকাফ ঃ ১৫, সূরা ২৭ আন নামল ঃ ১৯)

ব্যাখ্যা ঃ মা-বাবা সন্তানের প্রতি শিশুকাল থেকে যতো বেশি মায়া-মমতা, আদর-যত্ন, সহানুভূতি, দয়া, অনুগ্রহ করে থাকেন, তাদের জন্যে যতোটা কষ্ট স্বীকার করে থাকেন, তাদের জন্যে যতোটা ব্যাকুল বেকারার থাকেন, এতোটা দায়শোধ করা সন্তানের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই মা-বাবার প্রতি দয়া, অনুগ্রহ, সম্মান, সহানুভূতি প্রদর্শনের সাথে সাথে তাদের জন্যে দয়াময় আল্লাহর কাছে নিয়মিত দু'আও করতে হবে।

পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকো

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ-

তোমার পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখো এবং পরিহার করো যাবতীয় আবিলতা-মলিনতা। (সূরা ৭৪ আল মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪-৫)

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

আল্লাহ্ সেইসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা নোংরামী থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২২২)

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

তাতে (নবীর মসজিদে) আছে এমন সব লোকেরা, যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে, আর আল্লাহ্ও পাক-পবিত্র থাকা লোকদের ভালোবাসেন। (সূরা ৯ আত তাওবা ঃ ১০৮)

শব্দার্থ ঃ তাহ্‌রাত – পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধি, অযু, গোসল।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা) পবিত্রতার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। রসূল (সা) বলেছেনঃ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।' পবিত্রতা তিন প্রকার, যথাঃ

ক. চিন্তা ও মনের পবিত্রতা,

খ. দৈহিক পবিত্রতা,

গ. পোশাকের পবিত্রতা।

মনের পবিত্রতা অর্জন করতে হয় মন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, কুচিন্তা, লোভ লালসা, অহংকার ইত্যাদি দূর করার মাধ্যমে।

দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করতে হয় গোসল ও অযু করার মাধ্যমে।

পোশাক পবিত্র করতে হয় পরিচ্ছন্ন পানিতে ধুয়ে।

মুমিনের কর্তব্য হলো, এই তিনটি পবিত্রতা অর্জন করা এবং পবিত্রতা অর্জন করার পর তা বজায় রাখা। আবার অপবিত্র হলে পূনরায় পবিত্রতা অর্জন করা। পবিত্রতাকে অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করা। অপবিত্রতাকে ঘৃণা করা, অপছন্দ করা।

যারা এভাবে পবিত্রতার নীতি অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন। আর আল্লাহ্ যাদের ভালোবাসেন, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ, সফল মানুষ। তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করবে।

কুরআনকে আল্লাহ্‌র কিতাব মানো

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ -

এ গ্রন্থ বিশ্বজগতের মালিকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (সূরা ৩২ আস সাজদা ঃ ২)

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

এ কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। (সূরা ১০ ইউনুস ঃ ৩৭)

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ -

এটা আল কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২)

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ -

এ (গ্রন্থ) হচ্ছে আল্লাহ্‌র হিদায়াত। (সূরা ৩৯ আয যুমার ঃ ২৩)

কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব হবার চ্যালেঞ্জ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

তারা কি বলেঃ নবী নিজেই এ কিতাব রচনা করেছে? তুমি বলোঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে এর মতো অন্তত একটি

সূরা রচনা করে দেখাও আর আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে যাদেরকে সম্ভব এ ব্যাপারে তোমাদের সাহায্যের জন্যে ডেকে নাও। (সূরা ১০ ইউনুস ঃ ৩৮)

ব্যাখ্যাঃ নবীর যুগে কিছু লোক বলতো, কুরআন নবী নিজেই রচনা করে নিয়েছেন। আর কিছু লোক বলতো, নবী অন্য কাউকেও দিয়ে কুরআন তৈরি করে নিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ্! কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যুক্তি দিয়ে তাদের এসব অভিযোগ খন্ডন করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে চ্যালেঞ্জও দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে।

প্রথমে সূরা বনি ইসরাঈলের ৮৮ আয়াতে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা যদি মনে করো এ কুরআন মুহাম্মদের রচিত, অথবা সে অন্য কারো নিকট থেকে রচনা করে এনেছে, তবে তোমরা জিন ও মানুষ সবাই এটার মতো একটা কুরআন রচনা করে দেখাও। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা তারা করতে পারেনি।

অতপর সূরা হুদের ১৩ আয়াতে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে, একটা কুরআন রচনা করতে না পারলে অন্তত এর মতো ১০টি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু তাও তারা পারলনা।

অতপর এই আয়াতে এবং সূরা আল বাকারার ২৩ আয়াতে চ্যালেঞ্জকে সহজ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর মতো একটি সূরা রচনা করে দেখাও। আরবের বুদ্ধিজীবি ও কবি সাহিত্যিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা এ কুরআনের মতো একটি ছোট সূরা পর্যন্ত রচনা করতে পারেনি।

এরপর চৌদ্দশত বছর গত হয়েছে, কেউ পারেনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে। সূরা আল বাকারার ২৪ আয়াতে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন 'অলান তাফ'আলু' অর্থাৎ কখনো তোমরা এ কুরআনের মতো একটি সূরা রচনা করতে পারবেনা।

কুরআন ভারসাম্যপূর্ণ কিতাব

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ-

আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী, তা এমন একটি গ্রন্থ, যাতে বিভিন্ন বিষয় পূন পূন আলোচনা হয়েছে, তবু তা নিখাঁদ ভারসাম্যপূর্ণ। যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ বাণীতে তাদের লোম শিউরে উঠে। অতপর আল্লাহ্র স্মরণে তাদের দেহ মন বিগলিত হয়ে যায়। (সূরা ৩৯ আয যুমারঃ ২৩)

শান্তি ও সত্যের পথ দেখায় কুরআন

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ. يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে নূর ও স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায়, এর মাধ্যমে তিনি তাদের দেখান শান্তি ও নিরাপত্তার পথ, আর নিজ ইচ্ছায় তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে এবং প্রদর্শন করেন সত্য সরল পথ। (সূরা ৫ আল মায়িদাঃ ১৫-১৬)

কুরআন থেকে উপদেশ নেয়ার কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা ৫৪ আল কামার ঃ ৪০)

ইসলাম আল্লাহর দীন

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১৯)

শব্দার্থ ঃ দীন– জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম– আত্মসমর্পণ করা, মেনে নেয়া, হুকুম পালন করা, আনুগত্য করা।

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে আল্লাহর মনোনীত দীনকে 'ইসলাম' বলা হয়েছে। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দীন। এ কথার অর্থ হলো, ইসলাম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও নতি স্বীকার করে চলার জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহর আনুগত্য ও হুকুম পালন করার জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহর দেয়া বিধিবিধান ও নিয়ম কানুন অনুযায়ী জীবন যাপন করার ব্যবস্থা।

এ আয়াতের অকাট্য ফয়সালা হলো, একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ছাড়া আর যতো জীবন ব্যবস্থা, নিয়ম কানুন, আইন বিধান ও জীবন যাপনের নিয়ম পদ্ধতি এবং মত ও পথ রয়েছে, সেগুলো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম পূর্ণাংগ দীন

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন (জীবন ব্যবস্থা)কে পূর্ণতা দান করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম, আর ইসলামকেই তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা ৫ আল মায়িদা ঃ ৩)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো, ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ্ ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে পাঠিয়েছেন। সুতরাং জীবনের সকল কাজ আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান ও ব্যবস্থা অনুযায়ী করাই মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। পরিবার, সমাজ, ব্যবসা বাণিজ্য, অফিস আদালত, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশ শাসন প্রভৃতি জীবনের সবকিছুই আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মোতাবেক চালাতে হবে। কারণ, ইসলামে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের এবং মানব সমাজের সকল কাজ কর্মের নির্দেশিকা ও মূলনীতি রয়েছে। যে ব্যক্তি জীবনের সব কাজই আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধান অনুযায়ী করে সেই সত্যিকারের মুসলিম।

ইসলাম ছাড়া অন্য দীন চলবে না

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন (জীবন ব্যবস্থা) মেনে চলতে চায়, তার সে চলার পথ কখনো গ্রহণ করা হবেনা, তাছাড়া পরকালে সে হবে বঞ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ৮৫)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দীন, একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, একমাত্র চলার পথ। জীবনের সকল কাজের সঠিক গাইড লাইন ইসলামে রয়েছে। আল্লাহ্‌ই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই একমাত্র তিনিই জানেন, কিভাবে জীবন যাপন করলে মানুষের কল্যাণ হবে? তিনি পরম দয়ালু। দয়া করে তিনি মানুষকে জীবন যাপনের পথ বলে দিয়েছেন। সে পথটির নামই ইসলাম। আল্লাহ্‌র দেয়া ইসলামেই রয়েছে জীবন যাপনের সঠিক গাইড লাইন। যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পথে চলবে, সেটা আল্লাহ্‌র পথ নয়। সেটা ক্ষতির পথ, অকল্যাণের পথ, ধ্বংসের পথ। পরকালে সে হবে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত। মানুষ আল্লাহ্‌র পথে চলছেনা বলেই পৃথিবীতে এতো অশান্তি, এতো হানাহানি।

মানুষ ছাড়া সবাই মানে আল্লাহ্‌র দীন

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

এই (মানুষ) গুলো কি আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন চলার পথ (দীন) বাদ দিয়ে অন্য পথে চলতে চায়? অথচ মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে যারাই আছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সবাই আল্লাহ্‌র অনুগত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র কাছেই তো সবাইকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ৮৩)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ ছাড়া সবাই আল্লাহ্‌র দীন অনুযায়ী জীবন যাপন করে। সবাই আল্লাহ্‌র অনুগত–মুসলিম। মানুষকে চলার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষের উচিত বিশ্বজগতের সব কিছুর মতো নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে আল্লাহ্‌র অনুগত করে দেয়া। বিশ্বজগতের সবকিছুই তো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়মে ও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে চলছে। এমনকি

মানুষের শরীরটাও। চোখকে আল্লাহ্ দেখার জন্যে সৃষ্টি করেছেন, কানকে শুনার জন্যে, মন মস্তিষ্ককে চিন্তা ভাবনা করার জন্যে, নাককে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে, জিহ্বাকে কথা বলার জন্যে, এভাবে প্রতিটি অংগকে নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি আল্লাহ্র হুকুম পালন করে। তবে কেন তুমি আল্লাহ্র দেয়া স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহ্র অনুগত করবেনা?

দীন বিজয়ী করতে এলেন নবী

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۔

আল্লাহ্ই তিনি, যিনি তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দীন নিয়ে, যেনো রসূল এ দীনকে অন্যসব দীনের উপর বিজয়ী করে দেয়, যদিও মুশরিকরা এ কাজকে অপছন্দ করে। (সূরা ৯ আত তাওবা ঃ ৩৩; সূরা ৪৮ আল ফাতাহ্ ঃ ২৮; সূরা ৬১ আস সফ ঃ ৯)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতটি কুরআনে তিনটি স্থানে উল্লেখ হয়েছে। সূরা আল ফাতহায় আয়াতের শেষাংশে 'যদিও মুশরিকরা এ কাজকে অপছন্দ করে'–এর পরিবর্তে বলা হয়েছে ঃ 'আর এই (রসূল, এই হিদায়াত এবং এই দীন সত্য হবার) ব্যাপারে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট।'

এ আয়াতে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে, রসূল (সা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে যে জীবন ব্যবস্থা ও চলার পথ দিয়ে গেছেন, তাই একমাত্র সত্য জীবন ব্যবস্থা ও জীবন যাপনের সঠিক পথ নির্দেশ। এ ছাড়া আর যতো জীবন ব্যবস্থা, জীবন পদ্ধতি, মতবাদ, মতাদর্শ এবং মত ও পথ রয়েছে সবই বাতিল, ভ্রান্ত এবং মানুষের জন্যে ক্ষতিকর।

এ আয়াতে রসূল (সা)-এর দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রসূলকে পাঠানো হয়েছে আল্লাহ্র দেয়া সত্য জীবন ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশকে পৃথিবীর প্রচলিত সকল ব্যবস্থা, মতবাদ, জীবন পদ্ধতি,

রীতিনীতি এবং মত ও পথের উপর বিজয়ী করে দেয়ার জন্যে।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার বিজয়কে মুশরিক-কাফিররা অপছন্দ করে। অর্থাৎ এ কাজকে তারা সহ্য করতে পারেনা, মেনে নিতে পারেনা।

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রসূল (সা) আল্লাহর দেয়া এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে গেছেন। তিনি আল্লাহর দীন ও হিদায়াতকে বিজয়ী করার জন্যে প্রাণপণ জিহাদ ও সংগ্রাম করে গেছেন। কাফির মুশরিকরা তাঁর এ কাজকে সহ্য করতে পারেনি। তারা বাধা দিয়েছে, অত্যাচার নির্যাতন করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তিনি এসব কিছু সহ্য করেছেন। বিরোধিতার মুখে অটল থেকেছেন। মুকাবিলা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সত্য দীনকে বিজয়ী করেছেন।

প্রতিষ্ঠা করো দীন

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

তিনি তোমাদের জন্যে সেই দীনই নির্ধারণ করেছেন, যা মেনে চলার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর (হে মুহাম্মদ) তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে আমি সেই দীনই অবতীর্ণ করেছি। এই একই দীন অনুযায়ী জীবন যাপন করার হুকুম আমি দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকেও। তাদের সবাইকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম, তোমরা এই দীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং এতে বিভেদ সৃষ্টি করোনা। (সূরা ৪২ আশ শূরা ঃ ১৩)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো, সব নবীকে আল্লাহ্ তা'আলা একই দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। সকল নবী একই দীনের বাহক ছিলেন। আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করাই এ দীনের মূলকথা। নবীগণ মানুষকে এক

আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। সকল নবীই আল্লাহ্র আনুগত্য ও দাসত্ব করার মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন। দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভেদ বিচ্ছিন্নতাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা সংগ্রাম করা।

সালাত করো কায়েম

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا۔

সালাত কায়েম করো। সময় মতো সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্যে ফরয করে দেয়া হয়েছে। (সূরা ৪ আন নিসা ঃ ১০৩)

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ وَهُوَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ۔

সালাত কায়েম করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তিনিই সেই মহান সত্তা যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (সূরা ৬ আল আন'আম ঃ ৭২)

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে অনেকগুলো আয়াতে সালাত (নামায) কায়েম করার হুকুম দেয়া হয়েছে। বুঝ জ্ঞান হওয়া প্রত্যেক মুমিন ছেলেমেয়ের জন্যে নামায পড়া ফরয। 'নামায কায়েম করা' মানে নামাযের বিধিবিধান ও নিয়ম কানুন সঠিকভাবে পালন করে নামায পড়া, জামা'তে নামায পড়া। অন্যদেরকে নামায পড়তে ডাকা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নামাযের প্রক্রিয়া চালু করা।

নামায পড়ো আল্লাহর জন্যে

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي -

আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তাই আমারই দাসত্ব করো এবং আমাকে স্মরণ করবার জন্যে সালাত কায়েম করো। (সূরা ২০ তোয়াহা ঃ ১৪)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ -

সুতরাং নামায পড়ো তোমার প্রভুর জন্যে আর কুরবানি করো। (সূরা ১০৮ আল কাউছার ঃ ২)

নামায না পড়ার শাস্তি জানো?

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ - فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ. عَنِ الْمُجْرِمِينَ - مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ -

তবে ডান দিকের লোকদের কথা ভিন্ন। তারা থাকবে জান্নাতে। তারা অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে ঃ কোন্ জিনিস তোমাদেরকে দোযখে ঠেলে দিয়েছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তামনা...। (সূরা ৭৪ আল মুদ্দাসসির ঃ ৩৯-৪৩)

অলস ও লোক দেখানো নামাযী মুনাফিক

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ۔

সেইসব মুসল্লিদের জন্যে ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাযে গাফলতি করে, যারা লোক দেখানোর জন্যে নামায পড়ে। (সূরা ১০৭ আল মাউন ঃ ৪–৬)

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا۔

মুনাফিকরা আল্লাহ্কে ধোকা দেবার চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ্ই তাদের ধোকায় ফেলে রেখেছেন, তারা নামাযের জন্যে উঠতে আলস্য আর গাফলতি নিয়ে উঠে। তারা নামাযের দিকে যায় লোক দেখাবার জন্যে। আল্লাহ্কে তারা খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা ৪ আননিসা ঃ ১৪২)

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকরা নামায পড়েও কোনো পুরস্কার পাবেনা। বরং পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস। কারণ, তাদের নামাযের বৈশিষ্ট হলোঃ

১. তারা নামাযে গাফিল।

২. নামাযে তাদের আগ্রহ্ থাকেনা। নামাযে আলস্য ও শৈথিল্য দেখায়।

৩. তারা লোক দেখাবার জন্যে নামায পড়ে।

৪. নামাযে তাদের মন আল্লাহ্র দিকে রুজু থাকেনা।

নামাযের সুফল শুনো

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ -

নিশ্চয়ই সফল হয়েছে সেইসব মুমিন, যারা বিনয়ের সাথে নামায পড়ে। (সূরা ২৩ আল মুমিনূন ঃ ১-২)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُوْلٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ -

আর যারা নিজেদের নামাযের হিফাযত করে, তারা সম্মানিত হয়ে জান্নাতে অবস্থান করবে। (সূরা ৭০ আল মায়ারিজ ঃ ৩৪-৩৫)

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

সালাত কায়েম করো। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা ২৯ আন কাবূত ঃ ৪৫)

নামায শেষ করে বেরিয়ে পড়ো

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

নামায শেষ হলে যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। (সূরা ৬২ আল জুমআ ঃ ১০)

সালাত কায়েম করো যাকাত প্রদান করো

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ـ

সালাত কায়েম করো যাকাত প্রদান করো। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১১০। সূরা ২২ আল হজ্জ ৭৮। সূরা ২৪ আন নূর ৫৬। সূরা ৫৮ মুজাদালা ১৩। সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল ২০)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত মানে– শুদ্ধ হওয়া বা পরিশুদ্ধি লাভ করা। অর্থ সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্র নির্ধারিত খাতে প্রদান করার নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন। এই নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ সম্পদ থেকে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। এর মাধ্যমে অর্থ সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়। যাকাতের অপর নাম সাদাকা।

কারা পাবে যাকাত

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ
وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ
وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ـ

সাদাকা (যাকাত) হলো ফকীরদের জন্যে, মিসকীনদের জন্যে, যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের জন্যে, যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্যে, দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্র কাজের জন্যে এবং অসহায় পথিকদের জন্যে। এটা হলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয। (সূরা ৯ আত তাওবা ঃ ৬০)

যাকাত পরিশুদ্ধ করে

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

হে রসূল! তাদের অর্থ সম্পদ থেকে যাকাত উসূল করো, যা তাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ করবে। (সূরা ৯ আত তাওবা ঃ ১০৩)

রোযা রাখো রমযান মাসে

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

হে ঈমানওয়ালারা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বের লোকদের উপর। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৮৩)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

রমযান মাস। এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ গ্রন্থ মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর সত্য মিথ্যা ও ভালো মন্দের পার্থক্যকারী। কাজেই যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে, তাকে পুরো মাস রোযা রাখতে হবে। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৮৫)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো ঃ

১. রোযা আগের নবীদের উম্মতের উপরও ফরয ছিলো।

২. উম্মতে মুহাম্মদীকে পুরো রমযান মাস রোযা রাখতে হবে।

৩. রমযান মাসে কুরআন নাযিল হবার কারণে এ মাসে রোযা ফরয করা হয়েছে।

৪. রোযা রাখা ফরয। আল্লাহর অকাট্য নির্দেশ।

৫. রোযা কুরআনের ভাষায় 'সওম' আর বহুবচনে 'সিয়াম'।

হজ্জ করো আল্লাহর জন্যে

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا-

যেসব লোক যাবার সামর্থ রাখে, তারা যেনো অবশ্যি আমার ঘরে হজ্জ করে। এটা তাদের উপর আমার অধিকার। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ৯৭)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ-

তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হজ্জ ও উমরা পালন করো। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৯৬)

দান করো আল্লাহর পথে

وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো। নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিওনা। দয়া-অনুগ্রহ করো। আল্লাহ অবশ্যি দয়াবানদের ভালোবাসেন। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৯৫)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا

تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ
لَا تُظْلَمُوْنَ۔

মানব কল্যাণে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের জন্যে ভালো। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া তোমরা ব্যয় করোনা। যে কল্যাণকর দানই তোমরা করবে, তার পূর্ণ প্রতিফল তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার করা হবেনা। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২৭২)

দানের প্রতিফল কতো প্রচুর

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ
لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۔

যারা নিজেদের অর্থ সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের এ দানের উপমা হলো এরকম, যেনো, একটি বীজ লাগানো হলো আর তা থেকে বের হলো সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে একশ'টি বীজ। এভাবে আল্লাহ যাকে চান তার দানকে প্রচুর বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ উদার দাতা, মহাজ্ঞানী। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২৬১)

ত্যাগ করো শয়তানের কাজ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! জেনে রাখো, মদ, জুয়া, আস্তানা এবং ভাগ্য গণণার ফাল গ্রহণ ও শর নিক্ষেপ এগুলো হচ্ছে নোংরা শয়তানি কাজ। তাই তোমরা এগুলো থেকে দূরে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে। (সূরা ৫ আল মায়েদা ঃ ৯০)

হারাম জিনিস খেয়োনা

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ -

তোমাদের জন্যে হারাম করে দেয়া হলো মৃত প্রাণী, রক্ত, শুয়োরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা প্রাণী। আরো হারাম করা হলো সেইসব প্রাণী যেগুলো গলায় ফাঁস লেগে, আহত হয়ে, উপর থেকে পড়ে গিয়ে, ধাক্কা খেয়ে এবং কোনো হিংস্র পশু চিরে ফেলার কারণে মারা যায়। তবে এ ধরনের কোনো প্রাণীকে যদি জীবন থাকা অবস্থায় পেয়ে জবাই করে দিতে পারো, সেটি হালাল। আরো

হারাম করা হলো, বেদী বা আস্তানায় জবাই করা পশু। ভাগ্য গণনার শর নিক্ষেপও হারাম করা হলো। এসবই ফাসেকী কাজ। (সূরা ৫ আল মায়েদা ঃ ৩)

হালাল ও পবিত্র জিনিস খাও

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ -

হে মানুষ! যমীনে যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে, তোমরা সেগুলো খাও, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৬৮)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! আমার দেয়া পাক-পবিত্র জীবিকা আহার করো আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যদি তোমরা সত্যি তাঁর হুকুম পালনকারী হয়ে থাকে। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৭২)

পানাহার করো, অপচয় করোনা

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

আর খাও এবং পান করো, অপচয় করোনা। কারণ, আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেননা। (সূরা ৭ আল আরাফ ঃ ৩১)

খাও এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ -

তোমাদের প্রভুর দেয়া রিযিক থেকে খাও আর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সূরা ৩৪ সাবা ঃ ১৫)

আল্লাহর নামে পড়ো

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক ঃ ১)

নোট ঃ এটি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ প্রথম অহী ও প্রথম নির্দেশ।

জ্ঞান অর্জন করো

قُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا -

বলো ঃ প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ২০ তোয়াহা ঃ ১১৪)

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِاِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। (সূরা ১৬ আন নহল ঃ ৪৩)

জ্ঞানী আর অজ্ঞ সমান নয়

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

বলো ঃ যারা জানে আর যারা জানেনা, এই উভয় ধরনের লোক কি সমান হতে পারে? (সূরা ৩৯ আয যুমার ঃ ৯)

জ্ঞানীরা পাবে উচ্চ মর্যাদা

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ۔

যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। (সূরা ৫৮ মুজাদালা ঃ ১১)

জ্ঞানীরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا۔

আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (সূরা ৩৫ ফাতির ঃ ২৮)

সত্য জ্ঞান অর্জন করো

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا۔

মূসা তাকে বললো ঃ আমি কি আপনার সাথি হতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা থেকে আপনি আমাকে শিখাবেন? (সূরা ১৮ আল কাহাফ ঃ ৬৬)

যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তা করোনা

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ۔

এমন কাজে লেগে পড়োনা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। (সূরা ১৭ ইসরা ঃ ৩৬)

সুন্দর কথা বলো

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا -

মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ৮৩)

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًى -

সেই দানের চেয়ে সুন্দর কথা ও মার্জনা অনেক ভালো, যে দানের পর মনে কষ্ট দেয়া হয়। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২৬৩)

وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوْفًا -

আর তাদের সাথে সুন্দর ভাবে কথা বলো। (সূরা ৪ আন নিসা ঃ ৫, ৮)

উত্তম আচরণ করো

وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى -

যারা উত্তম আচরণ করে আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিফল দান করবেন। (সূরা ৫৩ আন নাজম ঃ ৩১)

وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

তোমরা সুন্দর ব্যবহার করো। আল্লাহ্ উত্তম আচরণকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৯৫)

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ -

যারা ভালো আচরণ করে। তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আরো অনেক বেশি কিছু। (সূরা ১০ ইউনুস ঃ ২৬)

ভালো কাজের ক্ষমতা শুনো

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -

ভালো কাজ মন্দ কাজকে তাড়িয়ে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে এটা একটা মহান উপদেশ। (সূরা ১১ হুদ ঃ ১১৪)

সুন্দরের বিনিময় সুন্দর

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ -

যে সুন্দর কাজ করে, আমি তাতে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিই। অবশ্যি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও মর্যাদাদানকারী। (সূরা ৪২ আশ্ শূরা ঃ ২৩)

মন্দ হবে ভালো

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

তবে যারা মন্দ কাজ করার পর তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং ঠিকমতো ভালো কাজ করবে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কাজগুলোকে ভালো কাজে বদল করে দেবেন। কারণ, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল দয়াবান। (সূরা ২৫ আল ফুরকান ঃ ৭০)

মন্দের বিপরীতে ভালো করো

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - جَنّٰتُ عَدْنٍ -

আর তারা মন্দের বিপরীতে ভালো করে। তাই তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের ঘর, চিরস্থায়ী জান্নাত। (সূরা ১৩ আর রা'আদ ঃ ২২-২৩)

لَا يَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ

ভালো আচরণ আর মন্দ আচরণ সমান নয়। তুমি মন্দ আচরণকে সর্বোত্তম আচরণ দিয়ে মিটিয়ে দাও। তাতে করে তোমার জানের দুশমনও প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে। (সূরা ৪১ হামীম আস সাজদা ঃ ৩৪)

ভালো কাজের প্রতিদান দশগুণ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ـ

যে আল্লাহর কাছে ভালো কাজ নিয়ে হাযির হবে সে দশগুণ প্রতিদান পাবে। (সূরা ৬ আল আনআম ঃ ১৬০)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ـ

যে কেউ ভালো কাজ নিয়ে আসবে, সে তার চাইতে উত্তম প্রতিফল পাবে। (সূরা ২৮ আল কাসাস ঃ ৮৪)

দয়া করো সর্বজনে

وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ

আর দয়া করো, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করেছেন। (সূরা ২৮ আল কাসাস ঃ ৭৭)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى ـ

আল্লাহ্ তোমাদের হুকুম দিচ্ছেন সুবিচার করতে, দয়া-অনুগ্রহ্ করতে এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করতে। (সূরা ১৬ আন নহল ঃ ৯০)

দয়ার প্রতিদান দয়া

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ـ

অবশ্যি দয়ার প্রতিদান দয়া। (সূরা ৫৫ আর রাহ্মান ঃ ৬০)

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ـ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ـ

অতপর তারা সাথি হয় ঐসব লোকদের, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধরার ও সৃষ্টির প্রতি দয়া করার উপদেশ দেয়। এরাই ডান হাতের লোক। (সূরা ৯০ আল বালাদ ঃ ১৭-১৮)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনে বিভিন্ন স্থানে মানুষকে দুইভাগ করা হয়েছে। যারা মুমিন, মুসলিম ও উত্তম চরিত্রের লোক তাদেরকে ডান হাতের বা ডান পাশের লোক বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এরাই নাজাত পাবে এবং জান্নাতে যাবে। আর মন্দ লোকদের বাম হাতের লোক বলা হয়েছে। তারা জাহান্নামে যাবে।

উত্তরাধিকার পাবে ছেলে মেয়ে সবাই

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ

বাবা মা ও নিকট আত্মীয়রা যে অর্থ-সম্পদ রেখে মারা যায়, তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে আর বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া

অর্থ-সম্পদে মেয়েদেরও অংশ রয়েছে, সে অর্থ সম্পদ সামান্য হোক বা বেশি। এটা (আল্লাহর) নির্ধারিত অংশ। (সূরা ৪ আন নিসা ঃ ৭)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন নাযিল হবার পূর্বে মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার দেয়া হতোনা। এখনো বহু ধর্মে মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার দেয়া হয় না। কুরআন নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, পিতা মাতা ও নিকট আত্মীয়দের মৃত্যুর পর তাদের রেখে যাওয়া অর্থ সম্পদের ছেলেরাও মালিক হবে, মেয়েরাও মালিক হবে। এ সূরারই ৭ থেকে ১৪ নম্বর আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে, কার কার মৃত্যুতে কে কে উত্তরাধিকার পাবে এবং কে কতটুকু পাবে? সেটা তোমরা দেখে নিও।

অনেক পরিবারে মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এটা যারা করে তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে। যারা আল্লাহর এই হুকুম অমান্য করে তাদের কি ভয়ানক শাস্তি হবে তা এই সূরার ১৪ নম্বর আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

সুবিচার করো

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ -

বলো, আমার প্রভু সুবিচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা ৭ আল আ'রাফ ঃ ২৯)

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

সুবিচার করো। এটাই আল্লাহভীতির সাথে সংগতিশীল। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো। আল্লাহ তোমাদের সব কাজের পুরা খবর রাখেন। (সূরা ৫ আল মায়িদা ঃ ৮)

اَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

সুবিচার করো। আল্লাহ সুবিচারকদের ভালোবাসেন। (সূরা ৪৯ আল হুজুরাত ঃ ৯)

সত্য কথা বলো

اَللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ -

আল্লাহ্ সত্য কথা বলেন। (সূরা ৩৩ আহ্যাব ঃ ৪)

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ -

সত্য কথা বলো। (সূরা ১৮ আল কাহাফ ঃ ২৯)

وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ -

আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জা পাননা। (সূরা ৩৩ আহ্যাব ঃ ৫৩)

সোজা কথা বলো

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا -

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সোজা-সঠিক কথা বলো। (সূরা ৩৩ আহ্যাব ঃ ৭০)

ন্যায় কথা বলো

اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -

যখন কথা বলবে, ন্যায় কথা বলবে, এমন কি তোমার আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে হলেও। (সূরা ৬ আল আন'আম ঃ ১৫২)

অংগীকার পূর্ণ করো

وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا

আল্লাহর নামে করা অংগীকার পূর্ণ করো। (সূরা আনআম ঃ ১৫২)

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا۔

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অবশ্যি জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা ১৭ ইসরা ঃ ৩৪)

মাপে কম বেশি করোনা

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ۔

মাপ ও ওজন ইনসাফের সাথে পূর্ণ করো। (সূরা আন'আম ঃ ১৫২)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ۔

ঐসব লোকদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস, যারা মাপে কম দেয়, মানুষের কাছ থেকে নেবার সময় পুরো মাত্রায় মেপে নেয়, আর মানুষকে মেপে বা ওজন করে দেবার সময় কম দেয়। (সূরা ৮৩ মুতাফ ফি ফীন ১-৩)

আত্মীয় ও গরীবদের অধিকার দাও

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ۔

আত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর দরিদ্র এবং নিঃস্ব পথিকদেরও তাদের অধিকার দাও। (সূরা ১৭ ইসরা ঃ ২৬)

বাজে খরচ করোনা

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ۔

আর বাজে খরচ করোনা। যারা বাজে খরচ করে, তারা অবশ্যি শয়তানের ভাই। (সূরা ১৭ ইসরা ঃ ২৬-২৭)

যিনা ব্যভিচার করোনা

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ـ

তোমরা যিনার কাছেও যেয়োনা। এটা জঘন্য ফাহেশা কাজ আর অত্যন্ত নোংরা কলুষিত পথ। (সূরা ১৭ ইসরা ঃ ৩২)

মানুষ হত্যা করোনা

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ـ

আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সঠিক বিচার ছাড়া তাকে হত্যা করোনা। (সূরা ১৭ ইসরা ঃ ৩৩)

অহংকারী হয়োনা

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوٰتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ـ

মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলোনা। যমীনে উদ্ধত ভংগিতে চলাফেরা করোনা। আল্লাহ্ উদ্ধত অংকারী লোকদের পছন্দ করেননা। তোমার চলনে ভদ্র হও। তোমার আওয়াজকে বিনয়ী করো। কারণ, সবচে' গর্হিত আওয়াজ তো গর্ধবের আওয়াজ। (সূরা ৩১ লুকমান ঃ ১৮-১৯)

বিদ্রুপ করোনা

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ـ

তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ করোনা এবং কেউ কাউকে খারাপ নামে ডেকোনা। (সূরা ৪৯ হুজূরাত ঃ ১১)

বেশি বেশি সন্দেহ করোনা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ـ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বেশি বেশি সন্দেহ এবং ধারণা-অনুমান করোনা। কারণ, কোনো কোনো সন্দেহ গুনাহ্। (সূরা ৪৯ হুজূরাত ঃ ১২)

দোষ খুঁজোনা গীবত করোনা

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ

তোমরা মানুষের দোষ বের করতে তার পিছে লেগোনা। একে অপরের গীবত করোনা। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? হাঁ, তা তো তোমরা ঘৃণা করো। তবে গীবত করার ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা ৪৯ হুজূরাত ঃ ১২)

ব্যাখ্যা ঃ গীবত মানে-কারো পিছে তার নিন্দা করা, কারো পিছে তার দোষ প্রচার করা। কারো গীবত করা এবং কাউকেও অপবাদ দেয়া কবীরা গুনাহ্।

আরিফ তোমার স্কুলে পড়ে। তুমি আরিফের একটি দোষের খবর জানো। তুমি যদি তার এই দোষটি তার পেছনে অন্য কাউকেও বলো তবে তুমি তার গীবত করলে।

নুমান তোমার স্কুলে পড়ে। সে একটি ভালো ছেলে। তার চরিত্র ভালো। কোনো কারণে তুমি ফুয়াদের কাছে বললে, নুমানের এই দোষ আছে, সে এই এই খারাপ কাজ করেছে। অথচ নুমান দোষ করেনি এবং খারাপ কাজ করেনি। করেছে বলে তুমি জাননা। তারপরও আরেকজনের কাছে তার নামে বদনাম করলে। এটাকে বলে অপবাদ।

যারা কারো গীবত করে এবং কাউকে অপবাদ দেয় তাদের গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করেননা। যাদের গীবত করা হয়েছে ও যাদেরকে অপবাদ দেয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারণ, তাদের অধিকার ও মান মর্যাদা নষ্ট করা হয়েছে।

সফল হবে কারা?

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ-

অবশ্যি সফল হলো মুমিনরা, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী, যারা বাজে কথা-কাজ থেকে দূরে থাকে, যারা পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন করতে থাকে এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। (সূরা ২৩ আল মুমিনূন ঃ ১-৫)

ফেরদাউসের মালিক হবে কারা?

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ-
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ-

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

আর যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখে, তারাই হবে মালিক, মালিক হবে তারা ফেরদাউসের। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন। (সূরা ২৩ আল মুমিনূন ঃ ৮-১১)

আল্লাহর প্রিয় বান্দা কারা?

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.

রহমানের (প্রিয়) বান্দা হলো তারা, যারা যমীনের বুকে চলাফেরা করে নম্রভাবে, মুর্খরা বিতর্ক করতে চাইলে যারা 'সালাম' বলে এড়িয়ে যায় এবং যারা তাদের মনিবের জন্যে সিজদায় নত হয়ে আর দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। (সূরা ২৫ আল ফুরকানঃ ৬৩-৬৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা অহংকারী হয়না, যারা কুতর্ক করতে চায়, তারা তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েনা। তারা সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। অর্থাৎ তারা রাত জেগে জেগে আল্লাহকে খুশি করার জন্যে নামায পড়ে।

এছাড়া তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না, কোনো বাজে জিনিসের পাশ দিয়ে পথ চলতে হলে ভদ্রলোকের মতো চলে যায় এবং তাদের প্রভুর আয়াত তাদের শুনানো হলে তারা অন্ধ বধির হয়ে থাকেনা (বরং তাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়)। (সূরা ২৫ আল ফুরকানঃ ৭২-৭৩)

কোমল ব্যবহার করো

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ-

কোমল ব্যবহার করো, ভালো কাজের আদেশ করো আর মুর্খদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়োনা। শয়তান তোমাকে উত্তেজিত করলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। (সূরা ৭ আ'রাফঃ ১৯৯)

আল কিতাবকে আঁকড়ে ধরো

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ-

যারা আল কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকে আর সালাত কায়েম করে, আমি এরূপ সংশোধনকামী লোকদের কর্মফল বিনষ্ট করিনা। (সূরা ৭ আ'রাফঃ ১৭০)

শব্দার্থঃ আল কিতাব– আল্লাহর কিতাব, আল কুরআন। আঁকড়ে ধরা– মেনে চলা, অনুসরণ করা।

দলবদ্ধ থাকো, দলাদলি করোনা

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا-

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো মজবুতভাবে, আর দলাদলি করোনা। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১০৩)

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا-

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো! তোমরা তো ছিলে পরস্পরের শত্রু। আল্লাহই তো তোমাদের হৃদয়গুলোকে (এক রশিতে) জুড়ে দিয়েছেন। ফলে, তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১০৩)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

তোমরা ঐ লোকদের মতো হয়োনা, যারা (এক নবীর উম্মত হয়েও) বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আসার পরও তারা বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। এই ধরনের লোকদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১০৫)

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-

আল্লাহ ঐসব লোকদেরই ভালোবাসেন, যারা এমন সুসংগঠিত হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করে, যেনো সীসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত প্রাচীর। (সূরা ৬১ আস সফ ঃ ৪)

ব্যাখ্যাঃ উপরের কয়েকটি আয়াত মুসলিম উম্মতের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতগুলো থেকে আমরা কয়েকটি অবশ্য করণীয় নির্দেশ পেয়েছি। সেগুলো হলো, মুসলমানদেরকে ঃ

১. আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরতে হবে। 'আল্লাহর রজ্জু' মানে– আল্লাহর কিতাব আল কুরআন বা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। আর আঁকড়ে ধরা মানে– একতাবদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কুরআন কেন্দ্রিক একতাবদ্ধ বা দলবদ্ধ হতে হবে।

২. মুসলমানরা আল্লাহর দীন নিয়ে বা দীন থেকে সরে গিয়ে দলাদলিতে লিপ্ত হবেনা।

৩. ঈমান হলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। প্রত্যেক মুমিন প্রত্যেক মুমিনের ভাই। হৃদয়ের মাঝে ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনকে মজবুত করতে হবে।

৪. আল্লাহর কিতাব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এ থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন মতবাদকে কেন্দ্র করে ভাগ ভাগ হয়ে যাওয়া লোকদেরকে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

৫. আল্লাহর প্রিয় মুসলিম তারাই, যারা সীসা গলিয়ে নির্মাণ করা মজবুত প্রাচীর মতো সুশৃংখল ও সুসংগঠিত থেকে আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার জন্যে লড়াই করতে থাকে। তাই এসো, আমরা সবাই মিলেঃ

দীনের পথে জামাত গড়ি,
খোদার রাহে লড়াই করি।

মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব কি ?

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাহ্। তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। তোমরা মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো আর আল্লাহর প্রতি রাখো অবিচল আস্থা। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

তোমাদের মাঝে অবশ্যি এমন একদল লোক থাকতে হবে, যারা মানুষকে অবিরাম কল্যাণের পথে ডাকবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর এসব লোকেরাই হবে সফলকাম। (সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১০৪)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে পাঠিয়েছেন বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে। এ জন্যে

তাদেরকে তিনটি বড় বড় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঃ

১. মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকবে, আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলবে।

২. ভালো কাজের নির্দেশ দেবে।

৩. মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

নির্দেশ দেয়া এবং বিরত রাখার জন্যে প্রয়োজন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। তাই স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের অনুসারীদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করা উচিত।

আল্লাহ্র আইনে ফায়সালা করো

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ -

অতএব, আল্লাহ্র অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী তাদের মাঝে ফায়সালা করো। তোমার কাছে যে সত্য এসেছে, তা উপেক্ষা করে তাদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়োনা। (সূরা ৫ আল মায়িদা ঃ ৪৮)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -

যারা আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করেনা, তারা কাফির। (সূরা ৫ আল মায়িদা ঃ ৪৪)

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

তুমি যদি তাদের মাঝে বিচার করো, তবে ন্যায় বিচার করবে। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন। (সূরা ৫ আল মায়িদা ঃ ৪২)

ব্যাখ্যাঃ মুসলমানরা যেখানে বিচার ফায়সালা করার কর্তৃত্ব লাভ করে, সেখানে তাদেরকে অবশ্যি আল্লাহ্র অবতীর্ণ আইন ও বিধান মতো বিচার

ফায়সালা করতে হবে। যারা আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে বিচার না করে মানব রচিত আইনে বিচার করে, তারা কাফির। এই সূরারই ৪৫ এবং ৪৭ আয়াতে তাদেরকে যালিম এবং ফাসিকও বলা হয়েছে। উপরের আয়াতগুলোতে আমরা দুটি নির্দেশ পাই। প্রথম নির্দেশ হলো, বিচার করতে হবে আল্লাহর আইনে। আর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, ন্যায় বিচার করতে হবে। এই দুটি নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্যে মুসলমানদের উপর ফরয হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

পৃথিবীতে অশান্তির কারণ কি?

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ -

স্থলে-জলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ। এর কিছু স্বাদ তাদের আস্বাদন করানো হয়, যাতে করে তারা এই অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে। (সূরা ৩০ আর রূম ঃ ৪১)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ -

তোমাদের উপর যে বিপদই আসে, তা আসে তোমাদের কৃতকর্মের কারণে, আর অনেক অপরাধ তো আল্লাহ্ মাফই করে দেন। (সূরা ৪২ আশ শূরা ঃ ৩০)

ব্যাখ্যাঃ পৃথিবীতে যতো অশান্তি সৃষ্টি হয়, তা হয় দুটি মৌলিক কারণে। সেগুলো ঃ

১. নৈতিক ও আদর্শিক অধঃপতন,

২. প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ।

এই দুই কারণই সৃষ্টি করেছে মানুষ। এ দুটি অধঃপতনের কারণেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে যাবতীয় বিপদ, বিপর্যয় ও অশান্তি। এ থেকে

মুক্তি পেতে হলে মানুষকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহর বিধান ও রসূলের আদর্শের দিকে। রসূলের আদর্শের ভিত্তিতে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এবং পৃথিবীর পরিবেশকে সাজাতে হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত মূলনীতির আলোকে। তবেই পৃথিবীতে নেমে আসবে সুখ ও শান্তির ফল্গুধারা।

শুদ্ধতা অর্জন করো

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۔

যে শুদ্ধতা অর্জন করে, সে শুদ্ধতা অর্জন করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে। (সূরা ৩৫ ফাতির ঃ ১৮)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۔

অবশ্যি সফল হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করেছে। আর ঐ ব্যক্তি অবশ্যি ব্যর্থ হয়েছে, যে আত্মশুদ্ধিতার পথকে দাবিয়ে রেখেছে। (সূরা ৯১ আশ শামস ঃ ৯-১০)

যে ব্যবসায় লোকসান নেই

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ۔

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে আর আমার দেয়া অনুগ্রহরাজি থেকে দান করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা অবশ্যি এমন এক ব্যবসায়ের প্রত্যাশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবেনা। (সূরা ৩৫ ফাতির ঃ ২৯)

উপদেশ দিয়ে চলো

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

উপদেশ দিতে থাকো। কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকার করে। (সূরা ৫১ যারিয়াত ঃ ৫৫)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ- إِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ- فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ- إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ-

উপদেশ দিয়ে যাও। তুমি তো কেবল উপদেশ দাতাই। বল প্রয়োগ করে উপদেশ মান্য করানো তোমার দায়িত্ব নয়। তবে যে উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অমান্য করে চলবে, তাকে আল্লাহ্ প্রদান করবেন মহা শাস্তি। ওদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে আর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব। (সূরা গাশীয়া ঃ ২১-২৬)

পরকাল পাবার সংকল্প করো

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا-

যে দুনিয়ার পুরস্কার লাভের সংকল্প করে, তাকে আমি দুনিয়া থেকেই দিয়ে থাকি। আর যে সংকল্প করে পরকালের পুরস্কার পাবার, তাকে আমি পরকালের পুরস্কারই দিয়ে থাকি। (আলে ইমরান ঃ ১৪৫)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِىْ

حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ۔

যে পরকালের ফসল পাবার সংকল্প করে, আমি তার কৃষিতে প্রবৃদ্ধি দান করি। আর দুনিয়ার ফসল পাওয়াই যার সংকল্প, তাকে আমি এখান থেকেই দিয়ে থাকি, পরকালে তার কোনো অংশ নেই। (সূরা ৪২ আশ শূরা ঃ ২০)

ব্যাখ্যাঃ মানুষের জীবনে সংকল্পটাই আসল। যে কোনো কাজের ফল লাভ করা নির্ভর করে সংকল্পের উপর। মানুষ যে জিনিস পাবার সংকল্প করে, সে তার প্রচেষ্টাও সে জিনিস পাবার জন্যেই নিয়োগ করে। অর্থাৎ কোনো কিছু পাবার জন্যে বা লাভ করার জন্যে দুটি জিনিস প্রয়োজন ঃ

এক. সংকল্প,
দুই. প্রচেষ্টা।

যে দুনিযার সামগ্রী অর্জন করার সংকল্প করে, তার প্রচেষ্টাও সে নিয়োগ করে তার সংকল্পের সামগ্রী অর্জন করার জন্যেই। আর যে পরকালে আল্লাহর পুরস্কার পাবার সংকল্প করে, সে তার প্রচেষ্টাও নিয়োগ করে আল্লাহর পুরস্কার লাভের জন্যেই। মানুষ সংকল্পের ভিত্তিতেই আল্লাহর নিকট থেকে ফল লাভ করবে। তাই এসো আমরা পরকালের পুরস্কার লাভের সংকল্প নিয়ে কাজ করি। আর আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হোক পরকালের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে।

জান্নাতের গুণাবলী অর্জন করা

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

মুমিনরা হয়ে থাকে বার বার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর ইবাদতকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, তাঁর জন্য রুকুকারী, সিজদাকারী, ভালো কাজের আদেশকারী, মন্দ কাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হিফাযতকারী। হে নবী, এই মুমিনদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও। (সূরা ৯ আততাওবাঃ ১১২)

মুমিনরা ভাই ভাই

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ ـ

অবশ্যি মুমিনরা একে অপরের ভাই। (সূরা ৪৯ হুজুরাতঃ ১০)

মুমিন ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ـ

আর মুমিন ছেলে ও মেয়েরা একে অপরের সাহায্যকারী। তারা ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের হুকুম মেনে চলে। হ্যাঁ, এরাই তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অচিরেই রহমত নাযিল করবেন। (সূরা ৯ আত তাওবাঃ ৭১)

মুমিনদের অভিভাবক আল্লাহ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ -

যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। (সূরা ২ আল বাকারাঃ ২৫৭)

মুমিনরা আল্লাহর সাহায্য পাবে

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهٰدُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ -

অবশ্যি আমি পৃথিবীর জীবনে আমার রসূলগ ও ঈমানদার লোকদের সাহায্য করি আর সেদিনও তাদের সাহায্য করবো, যেদিন সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওজর কাজে আসবেনা, বরং তাদের উপর পড়বে অভিশাপ। আর তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা ৪০ আল মুমিনঃ ৫১-৫২)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

আর মুমিনদের সাহায্য করা যার দায়িত্ব। (সূরা ৩০ আর রূমঃ ৪৭)

আল্লাহর সাহায্য পাবার শর্ত

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে সাহায্য করো, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে মজবুত রাখবেন। (সূরা ৪৭ মুহাম্মদঃ ৭)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্‌কে সাহায্য করা মানে– আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে জান-মাল দিয়ে জিহাদ ও সংগ্রাম করা। যারা আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করে, তাদেরকেই আল্লাহ্ নিজের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেন। কুরআনে সূরা আস সফে আল্লাহ্ মুমিনদের বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও।'

মুমিনদের জন্যে আল্লাহ্‌র ওয়াদা

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ-

মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি তাদের জান্নাত দান করবেন, যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। এই চিরসবুজ জান্নাতে তাদের জন্যে থাকবে পবিত্র সুরম্য প্রাসাদ। আর তারা লাভ করবে আল্লহার সন্তুস্টি, যা সবচেয়ে বড় পাওনা। (সূরা ৯ আত তাওবাঃ ৭২)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ - خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا-

যারা ঈমান এনেছে এবং 'আমলে সালেহ' করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। এটা আল্লাহর পাকা ওয়াদা। (সূরা ৩১ লুকমানঃ ৮-৯)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً۔

যে মুমিন আমলে সালেহ করবে, সে ছেলে হোক বা মেয়ে, আমি অবশ্যি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো। (সূরা ১৬ আন নহলঃ ৯৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا۔

যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, আল্লাহ রহমান তাদের জন্যে মানুষের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা মরিয়ম ঃ ৯৬)

শব্দার্থঃ আমলে সালেহ– সুন্দর কাজ, ভালো কাজ, পরিশুদ্ধ কাজ, সংশোধনমূলক কাজ, সংস্কারমূলক কাজ, পূর্ণ মানের পূণ্য কাজ, সমঝোতা ও মধ্যপন্থার কাজ।

ঈমান ও আল্লাহভীতির সুফল

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ۔

ভূখন্ডের লোকেরা যদি ঈমান আনতো এবং আল্লহাকে ভয় করে চলতো, তাহলে আমি অবশ্যি তাদের জন্যে আসমান ও যমীনের প্রাচুর্যের দুয়ার খুলে দিতাম। (সূরা ৭ আ'রাফঃ ৯৬)

আল্লাহর অলী কারা

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ -

শুনো, যারা আল্লাহর অলী তাদের কোনো ভয়ও নেই আর মনোকষ্টও নেই। তারা হলো ঐসব লোক, যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে। (সূরা ১০ ইউনুস ঃ ৬২-৬৩)

সম্মানের প্রতীক আল্লাহর ভয়

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ -

হে মানুষ! তোমাদের আমি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের সাজিয়েছি জাতি ও গোত্ররূপে, যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। তবে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত হলো সে, যে সবচে' বেশি আল্লাহভীরু। (সূরা ৪৯ হুজুরাতঃ ১৩)

আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনোদ্দেশ্য বানাও

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ -

আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ এবং তার সাথি মুমিনরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর আর নিজেদের মাঝে একে অপরের প্রতি দয়াশীল। তুমি দেখছো, তারা রুকূ ও সিজদায় অবনত হয়ে সন্ধান করছে আল্লাহর অনুগ্রহ আর সন্তুষ্টি। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিনয়ের ফলে তাদের মুখাবয়ব হয়ে আছে জ্যোতির্ময়। (সূরা ৪৮ আল ফাতাহঃ ২৯)

মুমিনের জান মাল আল্লাহর

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়ে এবং মরে ও মারে। (সূরা ৯ আত তাওবাঃ ১১১)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তো সব মানুষেরই জান মালের মালিক। কিন্তু যারা ঈমান আনে তারা ঈমান এনে আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী আল্লাহ তাদের জান মাল কিনে নেন এবং এর বিনিময়ে তিনি তাদেরকে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ মুমিনের জান মাল কিনে নিয়ে তা মুমিনের কাছেই আমানত রাখেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর এই আমানত আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক কাজে লাগায়, সে চুক্তি অনুযায়ী পরকালে জান্নাত লাভ করবে। এই চুক্তির দাবি হলো আল্লার পথে লড়াই করে যাওয়া।

মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকো

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার কথা হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে শুদ্ধ-সংশোধন হয় আর বলেঃ আমি একজন মুসলিম- আল্লাহর অনুগত দাস। (সূরা ৪১ হামীম আস সাজদাঃ ৩৩)

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

তোমার প্রভুর পথে মানুষকে ডাকো হিকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে। (সূরা ১৬ আন নহলঃ ১২৫)

ব্যাখ্যাঃ এই দুটি আয়াত থেকে পরিষ্কার হলোঃ

১. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা বা দাওয়াত দেয়া আল্লাহর নির্দেশ। এ কাজ মুমিনের জন্যে অপরিহার্য–ফরয।

২. সর্বোত্তম কথা হলো, মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার এবং আল্লাহর বিধান মতো জীবন যাপন করার আহ্বান জানানো।

৩. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে হিকমত বা কৌশলের সাথে। অর্থাৎ পরিবেশ ও বক্তব্য মোক্ষম ও যুক্তি সংগত হতে হবে।

৪. ডাকতে হবে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। অর্থাৎ কথায় শুধু যুক্তি থাকলেই চলবেনা, সেই সাথে কথা উপদেশমূলক, আবেদনমূলক ও মর্মস্পর্শী হতে হবে। শ্রোতা যেনো বুঝতে পারে, ইনি সত্যিই আমার কল্যাণ চান।

৫. নিজেও আল্লাহর পথে চলতে হবে, নিজের শুদ্ধি ও সংশোধনের কাজ অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ নিজের আদর্শ চরিত্রও যেনো দাওয়াতের উপকরণ হিসেবে কাজ করে।

৬. নিজেকে গৌরবের সাথে মুসলিম হিসেবে পেশ করতে হবে।

নবী আল্লাহর দিকে ডাকতেন

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا

مُّنِيْرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ـ

হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারীও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। সুসংবাদ দাও তোমার আহ্বান মান্যকারীদের, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ। (সূরা ৩৩ আল আহ্যাবঃ ৪৫-৪৭)

ব্যাখ্যাঃ এই ক'টি আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকবে, তারা যেনো নবীর অনুসরণ করে। তাদেরকে নবীর মতোঃ

১. সত্যের সাক্ষী হতে হবে। মানে তার কাছে যে প্রকৃত সত্য জ্ঞান ও বিধান রয়েছে, তাকে তার প্রমাণ পেশ করতে হবে।

২. এ সত্য গ্রহণ করলে যে বিরাট সাফল্য, কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করা যাবে, সেই সুসংবাদ দিতে হবে।

৩. এ সত্য অমান্য করলে যে ভয়াবহ পরিণতি হবে, সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।

৪. দাওয়াত ও আহ্বানের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

৫. নিজেকে উজ্জ্বল প্রদীপের মতো হতে হবে। অর্থাৎ তুমি যে সত্য আদর্শের দিকে মানুষকে ডাকছো, তোমাকে সে আদর্শের মূর্ত প্রতীক ও উজ্জ্বল প্রদীপ হতে হবে। তোমাকে দেখেই যেনো মানুষ তোমার আদর্শকে চিনতে পারে এবং বুঝতে পারে তুমি সত্য সুন্দর ও কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকছো। তুমি যে সত্যের দিকে ডাকছো, তোমার আলোতেই যেনো মানুষ সে সত্যের পথে চলতে পারে। তোমার একজনের আলো যেনো ছড়িয়ে পড়ে সকলের কাছে।

জিহাদ করো আল্লাহর পথে

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা বেরিয়ে পড়ো হালকা এবং ভারী হয়ে আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো অর্থ সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা জানতে! (সূরা ৯ আত তাওবা ঃ ৪১)

ব্যাখ্যা ঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ' বলতে বুঝায়– আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা, সংগ্রাম ও আন্দোলন করা। এটাকে সহজ বাংলায় 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন' বা 'ইসলামী আন্দোলন' বলা যায়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে-এরা সবাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং উত্তম জীবিকা। (সূরা ৮ আল আনফাল ঃ ৭৪)

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا -

কাফিরদের কথা মতো চলোনা, এই কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ো। (সূরা ২৫ আল ফুরকান ঃ ৫২)

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جٰهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ -

হে নবী! কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হও। (সূরা আত তাওবা ঃ ৭৩, সূরা আত তাহ্রীম ঃ ৯)

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ -

তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো, জিহাদের হক আদায় করে। (সূরা ২২ আল হজ্জ ঃ ৭৮)

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ -

যে জিহাদ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই জিহাদ করে। (সূরা ২৯ আন কাবূত ঃ ৬)

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢبِالْمُتَّقِيْنَ -

হে নবী! যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তারা কখনো নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তোমার কাছে অনুমতি চায়না। মুত্তাকীদের আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। (সূরা ৯ আত তাওবা ঃ ৪৪)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ -

আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও যতোক্ষণ না ভ্রান্ত ব্যবস্থা নির্মূল হয়ে যায় এবং গোটা ব্যবস্থা আল্লাহ্র জন্যে নির্ধারিত হয়ে যায়। (সূরা ৯ আনফাল ঃ ৩৯)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। আত্মশুদ্ধি করা, মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করা, ভালো কাজের আদেশ করা, মন্দ কাজে বাধা দেয়া, এসব কাজে বাধা এলে বাধার মুকাবিলা করা এবং প্রয়োজন পড়লে সশস্ত্র লড়াই করা–এসবই আল্লাহ্র

পথে জিহাদের বিভিন্ন স্তর। মুনাফিক ছাড়া কোনো মুমিন এ জিহাদ থেকে অব্যাহতি চাইতে পারেনা। যারা নিজেদের জান মাল নিয়োজিত করে জিহাদে অংশ নেয়, তারাই প্রকৃত মুমিন। যে জিহাদ করে, সেটা তার নিজের জন্যেই কল্যাণকর। এতে আল্লাহর কোনো লাভ নেই।

শহীদরা অমর

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ -

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বলোনা। বরং তারা জীবিত-অমর। তবে তোমরা তাদের জীবন সম্পর্কে অচেতন। (সূরা ২ আল বাকারাঃ ১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের মৃত মনে করোনা। মূলত তারা জীবিত, নিজেদের প্রভুর কাছ থেকে জীবিকা পায় প্রতিনিয়ত। (সূরা ৩ আলে ইমরানঃ ১৬৯)

ব্যাখ্যাঃ 'আল্লাহর পথে নিহত হওয়া' মানে 'শহীদ হওয়া'। হাদীস থেকে জানা যায়, শহীদরা শহীদ হবার পর পরই জান্নাতে চলে যায়। সেখানে তারা সবুজ পাখির বেশে গোটা জান্নাত ঘুরে বেড়ায়, জান্নাতের সুস্বাদু ফলফলারি খেয়ে বেড়ায়। আর তারা নীড় বাঁধে আল্লাহর আরশের নিচে। সেখানে তারা আল্লাহকে বলেঃ পৃথিবীতে আমরা যাদের রেখে এসেছি তুমি তাদের জানিয়ে দাও, আমরা এখানে মহাসুখে আছি এবং ভোগ করছি তোমার সীমাহীন অনুগ্রহ রাজি।

কেউ কারো বোঝা বইবেনা

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى۔

প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু কামাই করে, সেজন্যে সে নিজেই দায়ী। কেউ বহন করবেনা অপর কারো বোঝা। (সূরা ৬ আল আন'আমঃ ১৬৪)

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى۔

যে সঠিক পথে চলে, সেটা তার জন্যেই কল্যাণকর। আর যে ভ্রান্ত পথে চলে, সেটা তার জন্যেই ধ্বংসকর। কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবেনা। (সূরা ১৯ ইসরাঃ ১৫)

আল্লাহকে ডাকো

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً۔

তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে এবং চুপে চুপে। (সূরা ৭ আ'রাফঃ ৫৫)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ۔

হে নবী! আমার দাসেরা তোমার কাছে যদি আমার কথা জানতে চায়, তাদের বলোঃ আমি তাদের কাছেই আছি। তারা যখন আমাকে ডাকে, আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই। (সূরা ২ আল বাকারাঃ ১৮৬)

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ -

যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্যে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (সূরা ৬৫ আত তালাকঃ ৩)

এগুলো কেবল আল্লাহ্‌র জানা

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌ই রাখেন। বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন। মাতৃগর্ভে কি (গুণ বৈশিষ্টের সন্তান) আছে তা কেবল তিনিই জানেন। কেউই জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে। এ কথাও কেউ জানেনা কোন্‌খানে হবে তার মৃত্যু। আল্লাহ্‌ই সব জ্ঞানের উৎস, সব খবর তিনি রাখেন। (সূরা ৩১ লুকমানঃ ৩৪)

ব্যাখ্যাঃ এই পাঁচটি জিনিসের ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই। এগুলো সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নেই। এগুলো আল্লাহ্‌ই ঘটান। এগুলো কখন, কি রকম, কোথায় ও কিভাবে ঘটবে তা কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন। এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো। এগুলোর মন্দ পরিণাম থেকে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও।

আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করো

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى -

যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে যদি হয় সৎকর্মশীল, তবে সে এক মজবুত আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরলো। (সূরা ৩১ লুকমানঃ ২২)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

তার (ইব্রাহীমের) প্রভু যখন বললেন, আত্মসমর্পণ করো, তখন সে (ইব্রাহীম) বললোঃ আমি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা ২ আল বাকারাঃ ১৩১)

নেক আমলই কাজে আসবে

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً-

ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি তো দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য। তোমার প্রভুর কাছে পুরস্কার পাবার জন্যে তো কেবল নেক আমলই কাজে লাগবে। আর নেক আমলই উত্তম প্রত্যাশার জিনিস। (সূরা ১৮ আল কাহাফঃ ৪৬)

আপনজনদের বাঁচাও

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا-

হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা ৬৬ আত তাহরীমঃ ৬)

আল্লাহভীরুদের বন্ধু বানাও

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ۔

পৃথিবীতে যারা একে অপরের বন্ধু, পরকালে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে আল্লাহভীরুরা নয়, তারা পৃথিবীতে যেমন একে অপরের বন্ধু, পরকালেও একে অপরের বন্ধু থাকবে। (সূরা ৪৩ যুখরুকঃ ৬৭)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ۔

মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কখনো কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সাথি না বানায়। এমনটি যে করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। (সূরা ৩ আলে ইমরানঃ ২৮)

জীবন-মৃত্যু আল্লাহর সৃষ্টি

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔

আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যাঁর হাতে রয়েছে বিশ্ব জগতের কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের মাঝে কে উত্তম কাজ করে তা দেখার জন্যে। (সূরা ৬৭ আল মূলকঃ ১-২)

জীবন কি?

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ
أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيْلًا-

তারা তোমাকে প্রশ্ন করছেঃ জীবন কি? তুমি বলোঃ জীবন হলো আল্লাহর একটি নির্দেশ (Command). আর এ সম্পর্কে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। (সূরা ১৭ ইসরা ঃ ৮৫)

মরতে হবে সবাইকে

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ-

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (সূরা ২৯ আল আনকাবূতঃ ৫৭)

أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ
فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ-

তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই, কোনো মজবুত কেল্লাতেই তোমরা অবস্থান করোনা কেন? (সূরা ৪ আন নিসাঃ ৭৮)

কখন মরবে?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ
كِتَابًا مُّؤَجَّلًا-

কোনো ব্যক্তিই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারেনা। মৃত্যুর সময়টা লিখিত ও নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা ৩ আলে ইমরানঃ ১৪৫)

আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের মৃত্যু

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ـ

জান কবজ করার সময় ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমন্ডল ও পিঠে আঘাত করতে থাকবে, তখন তাদের কী অবস্থা হবে! তাদের এই দূরাবস্থা তো এ কারণে হবে যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে চলেছিল আর অপছন্দ করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাকে। সে কারণে তাদের সব কাজ কর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে। (সূরা ৪৭ মুহাম্মদঃ২৭-২৮)

আল্লাহর হুকুম পালনকারীদের মৃত্যু

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

ফেরেশতারা যাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পবিত্র জীবনের অধিকারী অবস্থায় ওফাত দান করতে আসবে, বলবেঃ আপনাদের প্রতি সালাম- শান্তি বর্ষিত হোক। আসুন, আপনারা জান্নাতে প্রবেশ করুন আপনাদের উত্তম কাজের বিনিময়ে। (সূরা ১৬ আন নহলঃ ৩২)

দোযখে যাবে কারা?

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র দেয়া) সীমা লংঘন করেছে আর (আখিরাতের চেয়ে) দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালোবেসেছে, দোযখই হবে তার ঠিকানা। (সূরা ৭৯ নাযিয়াতঃ ৩৭-৩৯)

ব্যাখ্যাঃ এখানে সংক্ষেপে বিরাট কথা বলা হয়েছে। দোযখে যাবার দুটি কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

১. আল্লাহ্‌র দেয়া সীমা লংঘন করা,

২. আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালবাসা।

আল্লাহ্‌র দেয়া সীমা লংঘন করা মানে– আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করা, জীবন যাপনের জন্যে মহান আল্লাহ্ যে বিধি বিধান ও নিয়ম কানুন দিয়েছেন সেগুলো লংঘন করা।

আর আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালবাসা মানে– সে দুনিয়ার মোহে বিভোর ছিলো। আখিরাতকে সে ভুলে ছিলো। আখিরাত পাবার চেষ্টা সাধনা সে করেনি। তার সমস্ত চেষ্টা সাধনা সে নিয়োজিত করেছিল দুনিয়া অর্জন করার জন্যে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। আখিরাতকে ভুলে থেকে দুনিয়াটাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা সাধনা করেছিল।

এমন ব্যক্তি দোযখে যাবেনাতো কোথায় যাবে? এসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে আরেকবার পৃথিবীতে পাঠান। আমরা কেবল আপনারই হুকুম পালন করবো, আপনার দেয়া পথনির্দেশ অনুযায়ী সৎ হয়ে জীবন যাপন করবো। সে সুযোগ আর তাদের দেয়া হবেনা। বলা হবে, তোমাদের কাছে তো আমার বাণী ও বাণী বাহকরা পৌঁছেছিল, তখন তো তোমরা মানোনি।

জান্নাতে কারা যাবে

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى -

আর যে ব্যক্তি একদিন তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয়ে ছিলো এবং নিজের নফসকে খারাপ কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। (সূরা ৭৯ নাযিয়াতঃ ৪০-৪১)

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক মানুষকে হাশরের মাঠে আল্লাহ্র সামনে হিসাব দেয়ার জন্যে দাঁড়াতে হবে। সেদিনকার হিসাবে যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্র হুকুম অমান্যকারী বলে প্রমাণিত হবে, সে থাকবে কঠিন শাস্তির জাহান্নামে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্র অনুগত দাস হয়ে জীবন যাপন করেছিল বলে প্রমাণিত হবে, সে থাকবে চিরসুখের জান্নাতে। এখানে জান্নাত লাভের দুটি উপায় বলা হয়েছেঃ

১. হিসাব দেয়ার জন্যে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করে চলা এবং

২. নিজের নফসকে খারাপ কামনা বাসনা থেকে বিরত রাখা।

সত্যিই মানুষ এ দুটি উপায়ে জান্নাত লাভ করতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সামনে হিসাব দেয়ার জন্যে উপস্থিত হতে হবে বলে ভয় পায়, সেতো কিছুতেই আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করতে পারেনা। তার মনে তো সব সময় এ ভয় থাকে, আমার প্রভু যেনো আমার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট না হন, আমার কোনো কাজ যেনো আমার জান্নাতে যাবার পথে বাধা না হয়। এমন ব্যক্তিতো আল্লাহ্র হুকুম ও ইচ্ছার বিপরীত কোনো কামনা বাসনা পূরণ করতে পারেনা। সেতো নিজের কামনা বাসনাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগামী করে নেবে। আর এটাই তো জান্নাতে যাবার পথ। তাই এসো আমরা জান্নাতের পথে চলি।

বাবা-মার সাথে জান্নাতে চলো

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ-

যারা ঈমান এনেছে, তাদের সন্তানরাও যদি ঈমানের পথে তাদের পদাংক অনুসরণ করে, তবে তাদের সেই সন্তানদের আমি জান্নাতে তাদের সাথে একত্র করে দেবো। কিন্তু তাদের আমলে কোনো প্রকার কমতি করবোনা। (সূরা ৫২ আততূরঃ ২১)

ব্যাখ্যাঃ যারা সত্যিকার মুমিন, ঈমানের আদর্শে যারা জীবন যাপন

করে, তাদের ছেলে মেয়েরা যদি ঈমানের পথে তাদের অনুসরণ করে, তবে পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে দারুণ খুশির খবর! খবরটা হলো, আল্লাহ্ পরকালে তাদের সন্তানকে তাদের সাথে একত্রিত করে দেবেন জান্নাতে। তবে তাদের আমলের কমতি করবেননা।

এটা মুমিনদের জন্যে বিরাট সুসংবাদ। বাবা-মা ও সন্তানরা যদি ঈমানের পথে চলে আর এ কারণে যদি তারা জান্নাত লাভ করতে পারে, তবে তাদের মধ্যে যে সবচে' উচ্চ শ্রেণীর জান্নাত পাবে, অন্যরা সবাই সেই একই জান্নাতে যাবে।

যেমন ধরো আবু বকর। তিনি ঈমানের পথে চলেছেন। তাঁর মেয়ে আসমা ও আয়েশা এবং ছেলে আবদুর রহমানও ঈমানের পথে তাঁর অনুসারী ছিলেন। আবু বকর তো জান্নাতে যাবেনই। আমরা আশা করি তিনি প্রথম শ্রেণীর জান্নাত পাবেন। এখন তাঁর সন্তানরাও যদি ঈমানের পথে তাঁকে অনুসরণ করার কারণে জান্নাতে যেতে পারে এবং নিজেদের আমল অনুযায়ী যদি প্রথম শ্রেণীর জান্নাত না-ও পায়, তবু পিতার সাথে একত্রিত করার জন্যে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পিতার ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে যাবেন। পিতাকে নিচে নামিয়ে আনবেননা। সেটা করলে তো পিতার আমলকে কমানো হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্ কারো আমল কমাবেননা।

সপরিবারে জান্নাতে চলো

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ - سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ -

তাদের আবাস হবে চিরস্থায়ী জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে। তাদের বাবা-মা, স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির মধ্যে যারা সংশোধন হয়ে চলবে, তারাও তাদের সাথে সেখানে প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা সবদিক থেকে আসবে তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।

তারা এসে বলবেঃ আসসালামু আলাইকুম– আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ আপনারা আল্লাহর পথে সবর করে এসেছেন। কতো উত্তম আপনাদের আখিরাতের এই আবাস। (সূরা ১৩ আর রা'আদঃ ২৩-২৪)

ব্যাখ্যাঃ কোন্ লোকেরা চিরস্থায়ী জান্নাতের বাসিন্দা হবে, এই সূরার ১৮ থেকে ২২ আয়াতে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। তাদের গুণ বৈশিষ্ট্য ও আচরণের উল্লেখ করে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

১. তারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়। (আয়াতঃ ১৮)

২. তারা রসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাব আল কুরআনকে সত্য বলে জানে। (আয়াতঃ ১৯)

৩. তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (আয়াতঃ ১৯)

৪. তারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পূরণ করে। (আয়াতঃ ২০)

৫. তারা কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করেনা। (আয়াতঃ ২০)

৬. আল্লাহ্ যাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে বলেছেন, তারা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। (আয়াতঃ ২১)

৭. তারা তাদের মহান প্রভু আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। (আয়াতঃ ২১)

৮. তারা পরকালে খারাপ হিসাব নিকাশের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। (আয়াতঃ ২১)

৯. তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সবর অবলম্বন করে। (আয়াতঃ ২২)

১০. তারা নামায কায়েম করে। (আয়াতঃ ২২)

১১. তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অর্থ দান করে। (আয়াতঃ ২২)

১২. তারা ভালো দিয়ে মন্দের প্রতিকার করে। (আয়াতঃ ২২)

এসো আমরাও সবাই মিলে এ কাজগুলো করি আর ঘরের সবাইকে নিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করি।

নিজের পরিবর্তন নিজে করো

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

আল্লাহ্ ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেননা, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে। (সূরা ১৩ আর রাআদঃ ১১)

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى -

মানুষ যা চেষ্টা করে, তার বাইরে সে কিছু পাবেনা। (সূরা ৫৩ আন নাজমঃ ৩৯)

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى -

অচিরেই মানুষের চেষ্টা-সাধনার মূল্যায়ন করা হবে। (সূরা ৫৩ আন নাজমঃ ৪০)

পরকালে সাফল্যের চেষ্টা করো

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا -

আর যে পরকালের সাফল্য লাভ করতে চায় এবং তা লাভের জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন অবস্থায় এ চেষ্টা করে থাকে, তবে তার এ প্রচেষ্টা কবুল করা হবে। (সূরা ১৭ ইসরাঃ ১৯)

ব্যাখ্যাঃ পরকালে সফলতা অর্জনের প্রধান শর্ত তিনটিঃ

১. পরকালের সাফল্য অর্জনকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে হবে।

২. মুমিন হতে হবে, ঈমানের পথে চলতে হবে।

৩. নিজের পূর্ণ সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী এ সাফল্য অর্জনের জন্যে চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় কি?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ۔ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

হে ইমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের খবর দেবো, যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে বাঁচাবে? সেটা হলোঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে আর আল্লাহ্র পথে অর্থ সম্পদ ও জান প্রাণ দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণের পথ যদি তোমরা জ্ঞান রাখো। (সূরা ৬১ আস সফঃ ১১)

দৌড়ে এসো জান্নাতের পথে

وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۔

দৌড়ে এসো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার পথে আর সেই জান্নাতের পথে, যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত। এই জান্নাত তৈরি করে রাখা হয়েছে সেই সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে, যারা স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল

সব অবস্থায়ই আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের ভুল ত্রুটি মাফ করে দেয়। আল্লাহ্ এসব পরোপকারীদের খুবই ভালবাসেন। (সূরা ৩ আলে ইমরানঃ ১৩৩-১৩৪)

আখিরাতের আবাসই উত্তম

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্যে আখিরাতের আবাসই উত্তম। তোমরা কি বিবেক খাটিয়ে দেখতে পারনা? (সূরা ৭ আ'রাফঃ ১৬৯)

দু'আ করো আল্লাহর কাছে

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ -

আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমার প্রতি রহম করো। তুমিই তো সর্বোত্তম দয়াবান। (সূরা ২৩ আল মুমিনূনঃ ১১৮)

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ -

আমাদের প্রভু! আমাদেরকে তোমার পথে অটল থাকার তৌফিক দাও আর আমাদের মৃত্যু দিও তোমার অনুগত অবস্থায়। (সূরা আ'রাফঃ ১২৬)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো আর দোযখের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও। (সূরা ২ আল বাকারাঃ ২০১)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

আমাদের মালিক! আমরা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো, দয়া না করো, তবে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা ৭ আ'রাফঃ ২৩)

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ -

আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করো আর আমাকে সৎলোকদের সাথি বানাও। (সূরা ২৬ আশ শোয়ারাঃ ৮৩)

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ -

আমার প্রভু! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদেরকেও। প্রভু! আমার দু'আ কবুল করো। (সূরা ইব্রাহীমঃ ৪০)

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

প্রভু! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আমাকে, আমার বাবা-মাকে এবং সকল মুমিনকে মাফ করে দিও। (সূরা ১৪ ইব্রাহীমঃ ৪১)

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ -

আমার মালিক! আমার মন বড় করে দাও– সাহস বাড়িয়ে দাও, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও আর আমার ভাষার জড়তা দূর করে দাও, যেনো লোকেরা আমার কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। (সূরা তোয়াহাঃ ২৫-২৮)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

প্রভু! আমাদেরকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দাও, আমাদের কদমকে মজবুত করে দাও আর কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। (সূরা ২ আল বাকারাঃ ২৫০)

সমাপ্ত

আবদুস শহীদ নাসিম

লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন : কি ও কেন?
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিস্ময়
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.
উসূল সুন্নাহ্ হাদিসে জিবরিল
সিহাহ্ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
ইসলামের পারিবারিক জীবন
গুনাহ্ তাওবা ক্ষমা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
ঈমানের পরিচয়
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
তাকওয়া
পবিত্র জীবন
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি : কারণ ও প্রতিকার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল সা.
ঈমান ও আমলে সালেহ্
শাফায়াত
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

কিশোর ও যুবকদের জন্যে বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)

অনূদিত কয়েকটি বই

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ
আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ্
এন্তেখাবে হাদীস
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
ফিকহুস সুন্নাহ্ ১ম - ৩য় খণ্ড
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড (এবং অন্যান্য খণ্ড)
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামী দাওয়াতের পথ
দাওয়াত ইলাল্লাহ্ দা'য়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
মৌলিক মানবাধিকার
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

এছাড়াও আরো অনেক বই

পরিবেশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা
ফোন: ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬
E-mail : Shotabdipro@yahoo.com